গাজাবাসীর প্রতি সংহতি জানিয়ে মিশরে ম্যারাথন
সারে-জমিন

হঠাৎ বৃষ্টিতে মাথায় হাত চাষিদের
রূপসী বাংলা

মালদ্বীপের ঋণ সমস্যা এবং কিছু ভাবনা
সম্পাদকীয়

উচ্চমাধ্যমিকে প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের পাণ্ডা গ্রেফতার
সাধারণ

ধোনি-কোহলির ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ২০২৪ আইপিএল
খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
১০ ফাল্গুন ১৪৩০
১২ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 52 ■ Daily APONZONE ■ 23 February 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

চোপড়ায় মৃত চার শিশুর পরিবার প্রতি দু লক্ষ টাকা সাহায্য রাজ্যের

আপনজন ডেস্ক: উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চেতনাগজ গ্রামে বিএসএফের খোঁড়া গর্তে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল চার জন শিশুর। তাই নিয়ে বিএসএফের গাফিলতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিএসএফকে দুষে সোশ্যাল পোস্টও করা হয়। সেই মৃত চার শিশুর পরিবার প্রতি দু লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, প্রতিটি শিশুর পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের এই সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
এই মর্মান্তিক মৃত্যুর পর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মৃত শিশুদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, গোলাম রব্বানিএবং চোপড়ার বিধায়ক হামিদুর রহমান, ইসলামপুর পুরসভার পুরপ্রধান কানাইলাল আগরওয়ালও। এর পর গত ২০ ফেব্রুয়ারি চোপড়ায় যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি এক লক্ষ টাকা করে পরিবার প্রতি সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

পুনঃনির্বাচিত ২৩ সংসদ সদস্যের সম্পদ ১৫ বছরে গড়ে ১০৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি

আপনজন ডেস্ক: ২০০৪ সাল থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হওয়া প্রায় ২৩ জন সাংসদের সম্মিলিত সম্পত্তি ১৫ বছরে ৩৫.১৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৪০২.৭৯ কোটি টাকা হয়েছে। চারবার পরপর সাংসদ হওয়া ২৩ জনের সম্পত্তির বিবরণ বৃহস্পতিবার একটি বেসরকারি নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)। এডিআর তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে, কর্নাটকের বিজেপি সাংসদ রমেশ জিগাজিনাগি (বিজাপুর) ঘোষণা করেছেন, ২০০৪ সালে ৫৪.৮ লক্ষ টাকা থেকে ২০১৯ সালে ৫০.৪১ কোটি টাকা হয়েছে, যা ৪৯.৮৬ কোটি টাকা বেড়েছে।
কর্নাটকে আরও পাঁচজন সাংসদ রয়েছেন, যারা সকলেই ২০০৪ সাল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, যা তালিকার যে কোনও রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ। জিএম সিদ্ধেশ্বর (দাভানাগেরে) তাঁর সম্পত্তি ৫.০২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩৮.০১ কোটি টাকা (৬৫৬ শতাংশ), ডিভি সদানন্দ গৌড়ার সম্পত্তি ৪৬.৩৯ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ২০.৯৩ কোটি টাকা হয়েছে (৪৪১৩ শতাংশ)।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীর (ধারওয়াড়) সম্পত্তি ৭৭.৬০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১১.১৩ কোটি টাকা (১,৩৩৫ শতাংশ) হয়েছে, যেখানে অনন্তকুমার হেগড়ের সম্পত্তি ১২.০৬ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ৮.৪৭ কোটি টাকা হয়েছে (৬,৯২৮ শতাংশ)।
পিসি গাদ্দিগৌদারের (বাগালকোট) সম্পত্তির পরিমাণ ৫৩.৭৫ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪.৩৯ কোটি টাকা (৭১৮ শতাংশ)।

২০০৪ সাল থেকে পুনর্নির্বাচিত ২৩ জন সাংসদের মধ্যে বিজেপির ১৭ জন, কংগ্রেসের তিনজন এবং এআইএমআইএম, শিবসেনা ও বিজেডির একজন করে সাংসদ রয়েছেন। ২০০৪ সালে এই সাংসদদের গড় সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১.৫২ কোটি টাকা, ২০০৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩.৪৬ কোটি টাকা, ২০১৪ সালে ৯.৮৫ কোটি টাকা এবং ২০১৯ সালে ১৭.৫১ কোটি টাকা।
প্রতিটি নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হলফনামার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গড় সম্পদ বৃদ্ধি ছিল ১৫.৯৮ কোটি টাকা বা ১,০৪৫ শতাংশ।
জিগিজিনাগির পরে বিজেপির মানেকা গান্ধি (সুলতানপুর) দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে - ৬.৬৬ কোটি টাকা থেকে ৫৫.৬৯ কোটি টাকা বা ৭৩৫ শতাংশ - তারপরে বিজেপির রাও ইন্দ্রজিৎ সিং (গুরগাঁও), একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, যিনি দেখেছেন যে তাঁর সম্পত্তি ৫.৫১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৪২.০৯ কোটি টাকা হয়েছে (৬৬৪ শতাংশ)। সম্পত্তি বৃদ্ধির তালিকায় মানেকা ছাড়াও রয়েছেন রাহুর গান্ধি এবং সোনিয়া গান্ধিও। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুলের সম্পত্তি ২০০৪ সালে ৫৫.৩৮ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ২০০৯ সালে ২.৩২ কোটি টাকা, ২০১৪ সালে ৯.৪ কোটি টাকা এবং ২০১৯ সালে ১৫.৮৮ কোটি টাকা হয়েছে। গত ১৫ বছরে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েছে ২,৭৬৯ শতাংশ, অন্যদিকে তাঁর মা তথা প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়ার সম্পত্তির পরিমাণ ১,২৮০ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৮৫.৬৮ লক্ষ টাকা থেকে ১১.৮২ কোটি টাকা।
তালিকার তৃতীয় কংগ্রেস নেতা হলেন দলের লোকসভা নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী, যাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ৪২২ শতাংশ বেড়ে ১.৯৩ কোটি টাকা থেকে ১০.১৩ কোটি টাকা হয়েছে।
বিশ্লেষণে আরও দেখা গেছে, ৯ জন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারি অভিযোগ রয়েছে। তাদের মধ্যে মাত্র তিনজন মহিলা ছিলেন সোনিয়া, মানেকা এবং শিবসেনার ভাবনা গাওলি (ইয়াবতমাল ওয়াশিম)।

সোমবার ট্র্যাক্টর মিছিল কিষাণ মোর্চার, ১৪ মার্চ দিল্লিতে 'মহাপঞ্চায়েত'

আপনজন ডেস্ক: পঞ্জাব ও হরিয়ানার মধ্যে আন্তঃরাজ্য সীমান্তের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পর, যেখানে হাজার হাজার কৃষক এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে শিবির করে রয়েছেন, কৃষক সংগঠনগুলির একটি সংগঠন সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা (এসকেএম) বৃহস্পতিবার ১৪ মার্চ দিল্লিতে 'মহাপঞ্চায়েত' সহ একাধিক প্রতিবাদের ঘোষণা করেছে।
একদিন আগে কৃষক আন্দোলনের সময় এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল ভিজের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের এবং মৃতদের ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে তারা।
ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন (বিকেইউ) নেতা রাকেশ টিকাইত গত শুক্রবার সংযুক্ত কিষাণ ইউনিয়নের (বিকেইউ) সমন্বয় কমিটির বৈঠকের পরে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) গ্যারান্টিযুক্ত আইন সহ তাদের দাবি বাস্তবায়ন না করার জন্য সারা দেশে একটি 'কালো দিবস' পালন করা হবে।
টিকাইত বলেন, আমরা হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২০ ধারায় খুনের মামলা দায়ের করার দাবি জানাচ্ছি এবং এক বিক্ষোভকারীর মৃত্যুর বিচারিক তদন্ত করার দাবি জানাচ্ছি।

এবার দিল্লি, গোয়া, চণ্ডীগড় ও হরিয়ানাতেও আসন রফা চূড়ান্ত করল আপ-কংগ্রেস

আপনজন ডেস্ক: উত্তর প্রদেশে সমাজবাদী পার্টির (এসপি) সঙ্গে আসন সমঝোতার পর দিল্লি, গুজরাট, গোয়া, চণ্ডীগড় ও হরিয়ানায় আম আদমি পার্টির (আপ) সঙ্গে আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত করার পথে এগিয়ে গেল কংগ্রেস।
দীর্ঘ দর-কষাকষির পর গতকাল বুধবার উত্তর প্রদেশে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত হয়। এসপি নেতা অখিলেশ যাদব একটা সময় পর্যন্ত কংগ্রেসকে ছাড়তে রাজি ছিলেন মাত্র ১১টি লোকসভা আসন। শেষ পর্যন্ত তিনি ১৭টি আসন ছাড়তে রাজি হন। কংগ্রেসও ২২টি আসনের দাবি থেকে সরে এসে ১৭টিতে রাজি হয়।
এবার অধিকাংশ রাজ্যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল আপের সঙ্গে বোঝাপড়া চূড়ান্ত হতে চলেছে। অবশ্য এই বোঝাপড়ার মধ্যে পাঞ্জাব এখনো নেই।
উত্তর প্রদেশের ৮০ আসনে বিজেপির মোকাবিলায় এসপি ও কংগ্রেস কাছাকাছি আসতে পেরেছে রাষ্ট্রীয় লোকদল (আরএলডি) 'ইন্ডিয়া' জোট ছেড়ে এনডিএতে চলে যাওয়ায়। দুই দলই বুঝেছে, এর ফলে তাদের লড়াইটা কঠিনতর হয়ে গেছে। ওই অবস্থায় গত মঙ্গলবার রাতে অখিলেশকে ফোন করেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র।
কংগ্রেস সূত্রের খবর, সেই ফোনে বরফ গলে। তার পরেই কংগ্রেসকে ১৭টি আসন ছেড়ে দেওয়া ও তা মেনে নেওয়ার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে দুই দলই ঘোষণা দেয়। পরে এসপি নেতা অখিলেশ যাদব মন্তব্য করেন, 'কোনো বিরোধ নেই। সব ঠিক আছে। যার শেষ ভালো, তার সব ভালো।'
এসপির সঙ্গে বোঝাপড়ার পরই আপ-কংগ্রেস সমঝোতা আলোচনা গতি পায়। এ ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছে দুটি বিষয়। আবগারি মামলায় আপ নেতৃত্বকে জেরবার করে চলেছে দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ও সিবিআই। দিল্লি সরকারের দুই মন্ত্রী অনেক দিন ধরেই জেলবন্দী। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জেরা করতে ইডি একের পর এক সমন জারি করে চলেছে। তিনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। এই হয়রানির বিরুদ্ধে আপের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেস।
আপও উপলব্ধি করেছে, এই লড়াই একা লড়া কঠিন। সেই বোধোদয় তাদের কংগ্রেসের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করেছে। দ্বিতীয় ঘটনাটি চণ্ডীগড় পৌরসভায় এক জোট হয়ে লড়া ও মেয়র পদটি বিজেপির কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া।
এনডিটিভির খবর অনুযায়ী, দিল্লির সাতটি লোকসভা আসনের মধ্যে কংগ্রেসকে ৩টি ছাড়তে আপ রাজি হয়েছে। তারা লড়বে বাকি চারটিতে। পাশাপাশি, কেন্দ্রশাসিত চণ্ডীগড়ের একমাত্র লোকসভা আসনে লড়বে কংগ্রেস। সেখানে এখন সংসদ সদস্য বিজেপির কিরণ খের। কিন্তু কংগ্রেসের পবন বনসল ওই আসন থেকে তিনবার লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। চণ্ডীগড়ে কংগ্রেসকে সমর্থনে রাজি হয়েছে আপ। গুজরাটে গত বিধানসভা নির্বাচনে আপ প্রথম একা লড়েছিল। পরে ২০২২ সালের বিধানসভা ও সুরাট পৌরসভা ভোটে বেশ ভালো ফল করেছিল। এবার তারা লোকসভা ভোটেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের ২৬টি লোকসভা আসনের মধ্যে কংগ্রেস তাদের ভারুচ ও ভাবনগর আসন দুটি ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে বলে এনডিটিভি জানাচ্ছে। গুজরাটের সব লোকসভা আসন বিজেপির দখলে।
গুজরাটের মতো হরিয়ানার ১০টি লোকসভা আসনও বিজেপি ও তার সহযোগীদের দখলে। এই রাজ্যে কংগ্রেস আপকে একটি আসন ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে। গোয়ার দুটি লোকসভা আসনের মধ্যে একটি আপের পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে পাঞ্জাব নিয়ে দুই দল এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। দুই দলের রাজ্য শাখা দিল্লির মতো পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেও অনড়। দিল্লির ক্ষেত্রে মিটমাট হলেও পাঞ্জাবের জট কবে ছাড়বে ঠিক নেই। আপ ওই রাজ্যের ১৩টি আসনেই লড়বে বলে গত সপ্তাহে জানিয়েছিলেন কেজরিওয়াল। এখন সমঝোতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ায় মনে করা হচ্ছে পাঞ্জাবের জটও শিগগির কেটে যাবে।

সিংহী, সিংহের নাম 'সীতা' ও 'আকবর' রাখা অসম্মানের, বলল কলকাতা হাইকোর্ট

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) দুই প্রাণীকে একসঙ্গে রাখার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং সিংহীর নাম পরিবর্তনের দাবিতে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে রাখা সিংহের নাম 'আকবর' এবং সিংহীর নাম পরিবর্তনের দাবি জানানোর জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।
আদালত রাজ্য সরকারের আইনজীবীর কাছে জানতে চায়, হিন্দু দেবতার নামে নিজের পোষ্যের নাম রাখবেন নাকি মুসলিম নবীর নামে রাখবেন? আপনি কি নিজের পোষ্যের নাম কোনও হিন্দু দেবতা বা মুসলিম নবীর নামে রাখবেন? জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা কেউ কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে কোনও প্রাণীর নামকরণের কথা ভাবতে পারি?
রাজ্য সরকার আদালতকে জানায়, ২০১৬ ও ২০১৮ সালে ত্রিপুরা চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষই সিংহ দুটির নামকরণ করেছিল, তারা নয়।

'খালিস্তানি' মন্তব্যের প্রতিবাদে রাজ্যপাল সমীপে শিখ প্রতিনিধিরা

আপনজন ডেস্ক: বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর আইপিএস অফিসারকে 'খালিস্তানি' কটাক্ষের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের কাছে প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা।
শিখ আইপিএস অফিসার জসপ্রীত সিং দাবি করেছেন, মঙ্গলবার সন্দেশখালিতে যাওয়ার পথে পুলিশ যখন শুভেন্দু অধিকারীকে থামিয়ে দেয় তখন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর বিরুদ্ধে 'খালিস্তানি' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। বিজেপি নেতা অবশ্য এমন কোনও মন্তব্য করার কথা অস্বীকার করলেও বিষয়টি চরম আকার ধারণ করে। শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে খালিস্তানি শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তা অপমানজনক। সি ভি আনন্দ বোসের সঙ্গে বৈঠকের পর রাজভবনের কাছে সাংবাদিকদের সংগঠনের এক মুখপাত্র বলেন, শিখ সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সদস্যের ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে।
কলকাতার সাত গুরুদ্বারের সদস্যদের প্রতিনিধিত্বকারী ওই মুখপাত্র বলেন, পাগড়ি পরার কারণে জসপ্রীত সিংকে 'খালিস্তানি' বলা যায় না। পাগড়ির গুরুত্ব ও পবিত্রতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সম্প্রদায়ের যে কোনও পাগড়ি পরা সদস্যকে অপমান করা শিখ গুরুদের অপমান করার সমান।
মুখপাত্রের কথায়, দেশের শিখরা এটা মেনে নেবে না। তিনি বলেন, বৈঠকে আনন্দ বোস জাতি গঠন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সীমান্ত রক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রে শিখ সম্প্রদায়ের মহান অবদানের কথা উল্লেখ করেন। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে আনন্দ বোসকে অনুরোধ করা হয়েছিল, কর্তব্যরত শিখ আইপিএস অফিসারকে অপমান করা এবং সম্প্রদায়ের অভিযোগের যথাযথ সমাধান করার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখতে। শিখ প্রতিনিধি দলের রাজভবন সফরের পর সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে দেখা করেননি রাজ্যপাল।

আদিবাসীদের নিয়ে বিতর্কিত অনুচ্ছেদ বাদ দিল মণিপুর হাইকোর্ট

আপনজন ডেস্ক: মণিপুরে গত বছরের মার্চের একটি রায়ের বিতর্কিত অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে নতুন আদেশ জারি করেছেন রাজ্য হাইকোর্ট। বুধবার নতুন ওই আদেশটি জারি করা হয়। বিষয়টি বৃহস্পতিবার তা প্রকাশ্যে এসেছে। ২০২৩ সালের মার্চে আদালতের একটি আদেশের এক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, তফসিলি উপজাতি (সিডিউল ট্রাইব) তালিকায় মণিপুরের সংখ্যালঘু মেইতেই সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখতে। এই আদেশের পরেই উত্তাল হয়ে ওঠে মণিপুর। এরপর গত প্রায় এক বছরে ২০০ জনের বেশি মানুষ জাতিগত সংঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন। বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ৫০ হাজারের বেশি। মণিপুর হাইকোর্ট বলেছেন, 'গত বছরের রায়ের বিতর্কিত অনুচ্ছেদ মুছে ফেলা হচ্ছে। রাজ্য সরকারকে মেইতেই সম্প্রদায়ের (তফসিলি আদিবাসী হিসেবে) অন্তর্ভুক্তির জন্য যে বিবেচনা ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, এই আদেশে তা সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল।' অতীতে মেইতেই শ্রমিক সংগঠন নামে একটি সংস্থার আবেদনের ভিত্তিতে মামলাটির শুনানি চলছিল। ওই সংগঠন যে রিভিউ পিটিশন আদালতে দাখিল করেছিল, তার শুনানি শেষে বুধবার এ আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি গোলমাই গাইফুলশিল্লু। যে অনুচ্ছেদ বাদ গিয়েছে, সেখানে বলা হয়েছিল, রাজ্য সরকার 'আদেশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে তফসিলি উপজাতি তালিকায় মেইতেই সম্প্রদায়ের (সিডিউল ট্রাইব বা তফসিলি আদিবাসী হিসেবে) অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদনকারীদের মামলা বিবেচনা করবে এবং চার সপ্তাহের মধ্যে অবস্থান স্পষ্ট করবে।'
গত বছর মণিপুর বিধানসভার পার্বত্য অঞ্চল কমিটির চেয়ারম্যান ডিংগাংলুং গ্যাংমেই একটি বিশেষ আবেদনের (এসএলপি) মাধ্যমে আদেশটিকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ হাইকোর্টের আদেশের কঠোর সমালোচনা করেন।

প্রথম নজর

গ্রেফতার ভুয়ো আরটিও অফিসার

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: ভুয়ো পুলিশ ডাক্তারের পর এবার ভুয়ো আর টি ও অফিসার! নিজেকে পরিবহন দপ্তরের অফিসার পরিচয় দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে টাকা তোলার অভিযোগ। অভিযুক্তকে আটকে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয়রা।শান্তিপুর থানার নৃসিংহপুর এলাকার। জানা যায়, হঠাৎ নৃসিংহপুর এলাকার এক চাল ব্যবসায়ীর কাছে ফোন আসে। সেখানে উল্টো দিক থেকে কোন একজন ব্যক্তি নিজেকে আরটিও অফিসার পরিচয় দিয়ে তার চালের গাড়ি আটকে রাখে। পাশাপাশি তাকে বলে তার চালের গাড়ি ছেড়ে দেবে যদি সে কিছু টাকা দেয়।এরপরই সন্দেহ হয় ওই চাল ব্যবসায়ীর।পরবর্তীকালে অভিযুক্ত যখন মোটরসাইকেল নিয়ে ঘটনাস্থল ছেড়ে যাচ্ছিলেন তখন তাকে দাঁড় করায় ওই চাল ব্যবসায়ী। এরপরেই জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার কথার অসংগতি পাওয়া যায়।খবর জানাজানি হতেই বহু ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়।শান্তিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ওই অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। অভিযুক্তের নাম সুশান্ত দেবনাথ, বাড়ি বর্ধমান জেলার জাহাননগর এলাকার বাসিন্দা।

কৃষকদের ধিক্কার মিছিল জয়নগরে

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর এক নম্বর ব্লকে জাঙ্গালিয়া অঞ্চলের জাঙ্গালিয়া সাহা পাড়া থেকে খাকুরদহ বাজার পর্যন্ত ধিক্কার মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল পাঞ্জাব -হরিয়ানা সীমান্তের খানউড়িতে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ফসলের নূন্যতম মজুরি (এম.এস.পি) আইনী স্বীকৃতির দাবিতে কৃষকরা আন্দোলন করছিলেন।সেই সময় আন্দোলনরত কৃষকদের উপর বিজেপি শাসিত হরিয়ানার রাজ্যের পুলিশ এলোপাথাড়ি রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়ে।এর ফলে একজন তরতাজা যুবক নিহত হয়। নিহত কৃষকের নাম শুভ করণ সিং এবং ১৬০ জনের বেশি কৃষক আহত হন। তারই প্রতিবাদে সারা ভারত কৃষক সভা পক্ষথেকে জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর এক নম্বর ব্লকে জাঙ্গালিয়া অঞ্চলের সাহা পাড়া মোড় থেকে খাকুরদহ বাজার পর্যন্ত ধিক্কার মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

হঠাৎ বৃষ্টিতে মাথায় হাত চাষিদের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের প্রায় জেলার প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষের নির্ভর করে কৃষি কাজের উপরে । বেশির'ভাগ কৃষকদের চাষ আবাদ থেকেই তাদের সংসার চলে এবং কৃষকদের চাষ আবাদ করেই ছেলে মেয়ের পড়াশোনার খরচ জোটে সেই ফসল ভালো ভাবে ফললে কৃষকদের মুখে একটু হাসি ফোটে ! কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কৃষকদের চোখে কান্না চিন্তায় ভেঙ্গে পড়েছেন তারা।
বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ঘন্টা খানেক ধরে লাগাতার বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া আর এই বৃষ্টিতে এক মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল কৃষকদের ফসল বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলায় সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি নামে আর সেই বৃষ্টিতে মাঠের চাষিদের ফসল নষ্ট হয়ে যায় এই সময় চাষিদের আবাদ হয় গম মসূরী , বেগুন, ভুট্টা ইত্যাদি , অসময়ে বৃষ্টির জন্য চাষিদের অনেক ক্ষতি হয় এবং মনীন্দ্র বিশ্বাস নামের এক মসুরীচাষি জানান এই বৃষ্টিতে যে ক্ষতি হয়েছে 'অর্ধেক খরচ ও পাওয়া যাবে না এই জমি থেকে ! এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া ফসল গুলি আর ফলবে না কি করবে সে ভেবে পাচ্ছে না চিন্তায় ভেঙে পড়েছে সেই চাষি,তিনি আরো বলেন দীর্ঘ ৭২ বছর ধরে এই ভাবেই চাষবাস করে আছি এই বছর এই ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে ভাবতে পারিনি।
মোঃ আব্দুল মাজিদ সেখ নামের এক গম চাষি বলেন লাভের আশায় গম চাষ করেছিলাম কিন্তু সেই আশায় যে ছায় ফেলে দিবে সেটা ভাবতে পারিনি কয়েক ঘণ্টার উপর বৃষ্টিতে সব লন্ডভন্ড করে দিয়েছে ,এই ফসল থেকে উপার্জিত টাকা দিয়ে সংসার চলে আমাদের,অনেক টাকা খরচ করে গম চাষ করেছিল কিন্তু সেই গম বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেলো,এই ভাবে গম পড়ে গেলে আর দানা হবে না গমে এখন সবে শিশ হচ্ছে গমের।এবারের পাটের চাষ করেও ক্ষতি হয়েছে যা খরচ সেই তুলনায় পাট বিক্রি নেই এমন অবস্থা যে পাট কিনবে সেই ক্রেতার দেখা নেই।এই অবস্থায় কিছুটা গম চাষে থেকে টাকা আসার স্বপ্ন দেখেছিলাম সেটাও আর হবে না ।যদি সরকারি ভাবে কিছু সাহায্য পাওয়া যায় তাহলে অনেকেই উপকৃত হবে আমাদের মত ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা।

সন্দেশখালি নিয়ে কড়াবার্তা ডিজির

সুব্রত রায় ● সন্দেশখালি

আপনজন: সন্দেশখালির উত্তপ্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গতকালই এলাকা পরিদর্শনে যান রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। বৃহস্পতিবারও সন্দেশখালির একাধিক এলাকাতে টহল দেন তিনি। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে ধামাখালীর লঞ্চ ঘাটের উদ্দেশে তিনি রওনা দেন। এরপর সকাল ৯টা নাগাদ তিনি কলকাতার পথে ফিরে আসেন। সন্দেশখালি প্রসঙ্গে রাজীব কুমার বলেন, "আমি বাহিনীর সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের দিক থেকে যা যা পদক্ষেপ করার আমি করব। যা যা সমস্যা রয়েছে তা শোনার এবং সেগুলির সমাধান করার চেষ্টা করব। কারও কোনও সমস্যা বা অভিযোগ থাকলে আমরা আছি সমাধান করার জন্য।" সাধারণ মানুষকে বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের সঙ্গে যেন মানুষ সহযোগিতা করেন। নিজের হাতে আইন কেউ যেন তুলে না নেয়।" উল্লেখ্য, জনরোষের আগুনে সকাল থেকেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে সন্দেশখালি বিধানসভার বিভিন্ন অঞ্চল। শেখ শাহজাহানের জন্য ইডি আধিকারিকদের ওপর চড়াও হয়ে গ্রাম ছাড়া করেছিল উত্তেজিত জনতা। বিগত কয়েকদিন সেই শাহজাহানের গ্রেফতারির দাবিতে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের ভয়াল রূপ দেখে রাজ্যবাসী। শাহজাহান কবে গ্রেফতার হবেন? সাংবাদিকদের ডিজি বলেন, "যারা যারা আইন ভেঙেছেন তাঁদের প্রত্যেককে গ্রেফতার করা হবে।" উল্লেখযোগ্যভাবে, শিবপ্রসাদ হাজরা এবং উত্তম সর্দারকে গ্রেফতার করা হলেও এখনও অধরা শেখ শাহজাহান। এই বিষয়ে রাজীব কুমার বলেন, 'যারা আইন হাতে তুলে নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা করা হবে। স্থানীয়রা যা অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন ও ব্যবস্থাপনার উদ্বোধন জেলাশাসকের

নকীব উদ্দিন গাজী ও আসিফা লস্কর ● উস্তি

আপনজন: পরিবেশকে সুন্দর করার লক্ষ্যে রাজ্যের য় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ উদ্যোগে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মগরাহাট মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রীচন্দা পঞ্চায়েতে নির্মাণ করা হলো কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র। শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের মগরাহাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীচন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা। এছাড়াও এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা প্রাক্তন সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী গিয়াস উদ্দিন মোল্লা। উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ মুজিবর রহমান মোল্লা, মগরাহাট এক নম্বর ব্লকের যুব সভাপতি ইমরান হোসেন মোল্লা। মূলত আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে এলাকার সকল বর্জ্যকে নিষ্কাশন করে সার হিসাবে রূপান্তরিত করে সুলভ মূল্যে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া মূল উদ্দেশ্য এর ফলে পরিবেশ সৌন্দর্যায়ন যেমন হবে তেমনি কৃষকরা তাদের নিজেদের জমিতে এই সার ব্যবহার করে লাভবান হবে। ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের নির্মাণ করা হয়েছে। এই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র রে নির্মাণের ফলে মগরাহাট সহ মন্দিরবাজার, মথুরাপুর এলাকা বিভিন্ন বর্জ্য এসে পড়বে এই ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে জৈবিক এবং কঠিন বর্জ্য নির্ধারণ করা হবে এরপর কঠিন বর্জ্য দিয়ে তৈরি হবে নানা রকম ঘর সাজানোর জিনিসপত্র। এবং জৈবিক বর্জ্য দিয়ে তৈরি হবে জৈব সার। এর ফলে যেমন লাভবান হবে রাজ্য সরকার তেমনি লাভবান হবে গ্রামের মানুষজনেরা। এই ব্যবস্থাপনা নির্মাণ হওয়ার ফলে গ্রামের মানুষদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্বোধনের পর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা তিনি জানান, আজ মগরাহাট এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীচন্দা এলাকায় এই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র চালু হয়েছে এবং আগামী দিনও বেশ কিছু জায়গায় চালু হবে। কঠিন বর্জ্য দিয়ে তৈরি করা হবে স্যার স্যার তৈরি করে বিক্রি করা হবে কৃষকদের।
বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন ব্লকে ৩২ টি এই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। আমাদের এই জেলায় মধ্যে ৫৩ টি এমনই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র চালু ছিল আজ নতুন করে ৩২ টি চালু হল। রাজ্যজুড়ে এই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। শুধুমাত্র কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নয় তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দিকেও আমরা বিশেষ নজর দিয়েছি। প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশ করতে আমরা বদ্ধপরিকর। এলাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হওয়াতে খুশি এলাকার মানুষজনেরা।

কাজ খতিয়ে দেখতে সভাধিপতির রিভিউ মিটিং সন্দেশখালি ১ ব্লকে

মনিরুজ্জামান ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির উন্নয়ন খতিয়ে দেখতে ও জনপ্রতিনিধিদের সমস্যা শুনতে সরাসরি ব্লকে ব্লকে রিভিউ মিটিং শুরু করেছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবন এলাকার সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকে প্রশাসনিক রিভিউ মিটিংয়ে সভাধিপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক পিনাকী রঞ্জন প্রধান,জেলা পরিষদের সচিব প্রভাত কুমার চ্যাটার্জি, সহকারী সভাধিপতি বীণা মন্ডল,জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ আরশাদ উদ জামান, বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, কর্মাধ্যক্ষ দীপক লাহিড়ী, জাহানারা বিবি সহ জেলা পরিষদের আধিকারিক ইঞ্জিনিয়ার, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি,পঞ্চায়েত প্রধান সহ জনপ্রতিনিধিরা।
সভাধিপতি হয়েই নারায়ণ গোস্বামী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবেন। তারজন্য জেলা থেকে পঞ্চায়েতস্তরের সকল জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে কাজের খতিয়ান ও তাঁদের সমস্যার কথা শুনবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিতে গোটা জেলা পরিষদকে ব্লকে ব্লকে, পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে নিয়ে যাবেন। একেবারে তৃণমূলস্তরে।সেই কাজই করে চলেছেন নারায়ণ গোস্বামী। এদিন যেমন উন্নয়নের খতিয়ান নিলেন তেমনই ভাবে যে যে কাজ করা যায়নি তার ব্যাখ্যাও চাইলেন এবং বাকী থাকা কাজ দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। পাশাপাশি প্রতিটি পঞ্চায়েত ধরে ধরে উন্নয়নের হিসাব নেন। সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তিনি বলেন,উন্নয়নের টাকা সময়ের মধ্যে খরচ করতে না পারলে আগামীদিনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের নামের তালিকা পাঠানো হবে। নারায়ণ গোস্বামী বলেন, গ্রামীণ ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সবসময়ই সচেষ্ট। মানুষের উন্নয়ন কোনও কারণেই আটকে রাখা যাবে না। জেলা পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতিটি ব্লকে ব্লকে ঘুরব। পঞ্চায়েতের কাজের অগ্রগতি জানব। যদি কোনও সমস্যা থাকে নিজের কানে শুনে সেখানেই সমস্যার সমাধান করব। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো কোনও কাজ ফেলে রাখা যাবে না। সময়ের মধ্যে করতে হবে কাজ।

'বর্ণপরিচয়' স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হলেন ড. আবু তাহের কামরুদ্দীন

মতিয়ার রহমান ● কলকাতা

আপনজন: শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা এবং সমাজে ভালো কাজের সুবাদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে প্রতিবছর বিদ্যাসাগর নামাঙ্কিত বর্ণ পরিচয় স্মৃতিপুরস্কার প্রদত্ত হয়ে থাকে।কাজের মূল্যায়নের নিরিখে এ বছর এই অমূল্য পুরস্কার পেলেন পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের বর্তমান সভাপতি ড. আবু তাহের কামরুদ্দিন। পরিতাপের বিষয় হলো কিছুদিন আগে তার মাতৃ বিয়োগ এবং অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য তিনি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাই মহাকুমা শাসক নিজে তার বাড়িতে পৌঁছে যান। তিনি ঘাটাল মহকুমা শাসক শ্রীমান সুমন বিশ্বাসের হাত থেকে এই মহামূল্যবান পুরস্কারটি গ্রহণ করেন।
শিক্ষা এবং শিক্ষাঙ্গনের সাথে আজীবন যুক্ত থেকে তিনি সঞ্চয় করে চলেছেন সুবিশাল অভিজ্ঞতা। দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপনা করেছেন। অধ্যক্ষের পদ সামলেছেন। বাংলার বহু বিশ্ববিদ্যালয় পড়িয়েছেন। মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি পদে আসীন থাকাকালীন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব তিনি দক্ষতা এবং সুচারুতার সাথে সম্পন্ন করেছেন। কাজের ফাঁকে যতোটুকু অবকাশ পান হাতে কলম ধরে লেখালেখির কাজ করে যান। এরকম একজন মহান শিক্ষাবিদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একদিকে যেমন তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মান প্রদান করলেন
তেমনি অপরদিকে পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজকে এক মর্যাদার আসনে বসালেন।
বিদ্যাসাগর নামাঙ্কিত বর্ণপরিচয় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্তি প্রসঙ্গে ডক্টর আবু তাহের কামর উদ্দিন মহাশয় অনুভূতি জানতে চাইলে তিনি বলেন বরাবরই শিক্ষক সমাজের ভালবাসাকেই অনুপ্রেরণা হিসেবে নিয়ে কাজ করেছি। নিজেকে প্রতিনিয়ত ভাঙ্গার চেষ্টা করেছি। তবে কাজের জন্য যখন সম্মান স্বীকৃতি পাওয়া যায় তখন খুবই ভালো লাগে। তবে যত স্বীকৃতি পাচ্ছি কাজের প্রতি তত দায়িত্ব বেড়ে যাচ্ছে। এই পুরস্কার আমাকে কাজের প্রতি আরো দায়িত্ববান এবং আরো মনোযোগী হয়ে কাজ করতে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ভবিষ্যতে উৎসাহ জুগিয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়কে কেন্দ্র করে এবং বিদ্যাসাগরের নামে যে এই পুরস্কার দেওয়া হল তার একটা আলাদা গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে । আমরা সকলে জানি যে শিশু শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরের এই অমূল্য গ্রন্থটি আজও শিশু শিক্ষার জন্য পাথেয় এবং অতিব প্রয়োজনীয় । বাজারে শিশু শিক্ষার অনেক বই থাকলেও বিদ্যাসাগরই একমাত্র মানুষ যার কৃতিত্বের চেয়ে তিনি নিজে মহান। সেই কীর্তিমান মানুষের বর্ণ পরিচয় ছিল শিশু শিক্ষার একটি আদর্শ বর্ণমালা শুধু নয় নৈতিক পাঠদানের এক অন্যতম পাঠশালা। অথচ সেই নামেই পুরস্কার দেয়া হচ্ছে যেখানে নীতি শিক্ষা থেকে চরিত্র গঠন যেখানে শিশু মনোপযোগী বাস্তববাদ এবং প্রয়োজনীয় মনন গড়ে তোলার জন্য তিনি বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করেছেন। সেই বইয়ের নামে যখন পুরস্কার তখন তার একটা আলাদা মাত্রা থাকে।

কালিয়াচক-১ ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত হলেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মোথাবাড়ি

আপনজন: প্রয়াত হলেন কালিয়াচক-১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি হাফিজুর রহমান মিয়া। (ইন্না লিল্লাহি...) মৃত্যু কালে বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি সংস্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিতে ১৯৯৫ থেকে ৯৮ পর্যন্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন। নিজ বাসভবন কালিয়াচকের সিলামপুর মিয়া পাড়ায় বৃহস্পতিবার ভোর ৩: ৫০ মিনিট নাগাদ প্রয়াত হন। বয়সজনিত ও অসুস্থতার জন্য প্রায় দুই বছর থেকে বাইরে চলাফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিছুদিন হল কলকাতায় এন্জিওগ্রাফি করে বাড়িতে ছিলেন। তার মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। হাফিজুর রহমান কালিয়াচকের মাঝহারুল উলুম হাই মাদ্রাসা থেকে ২০১০ সালে শিক্ষকতায় অবসর নেন। মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ছুটে আসেন মালদা জেলা সিপিএমের সম্পাদক অম্বর মিত্র, প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বনাথ ঘোষ, জেলা পরিষদের কর্মাদক্ষ আব্দুর রহমান সহ প্রমুখ। এদিন জোহর নামাযের পর তার জানাজা ও দাফন হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নলহাটিতে ভাড়া কমল লোকাল ট্রেনের

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: লোকাল ট্রেনের ভাড়া কমল, স্পেশাল ট্রেনের ভাড়া বলে আর কিছু থাকছে না রেলে। করোনা কাল থেকে লোকাল ট্রেনকে স্পেশাল বলে লোকাল ট্রেনের ভাড়া ১০ টাকা থেকে ৩০ টাকা করা হয়েছিল। যার ফলে সাধারণ মানুষের রেল যাত্রার ক্ষেত্রে বহুবার সমস্যার কথা উঠে এসেছে। অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে সাধারণ মানুষের রেল যাত্রার ক্ষেত্রে যে সমস্যা তৈরী হচ্ছে সেই নিয়ে একাধিকবার সংসদে মুখ খুলে ছিলেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দি রায়।
একই ভাবে নলহাটি নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকেও রেল অবরোধ থেকে রেল কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশন দিয়ে আন্দোলনও করেছেন। অবশেষে সাংসদ শতাব্দী রায় এবং নলহাটি নাগরিক মঞ্চের দাবিকে মান্যতা দিয়ে বৃস্পতিবার থেকে পুরোনো ভাড়া লাগু হলো। আজ থেকে আর অতিরিক্ত ভাড়া লাগছে না। এমনটাই রেল কর্তৃপক্ষর তরফ থেকে জানানো হয়েছে।
এক যাত্রী জানান নলহাটি থেকে রামপুরহাট স্পেশাল ট্রেনের ভাড়া আমাদেরকে দিতে হতো ৩০ টাকা। সেখানে বাসে লাগে ২০ টাকা। তাই ট্রেনে চাপা ছেঁড়েই দিয়েছিলাম। আজ থেকে আমরা ভীষণ খুশি। আগে যে ভাড়া ছিল ১০ টাকা আজ থেকে সেই ভাড়া পুনরায় চালু হল। নলহাটি নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে জানান আজকে তাদের আনন্দের দিন।তাদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফল তারা পেয়েছেন।

জন কর্মসূচি বামেদের

আনোয়ার হোসেন ● সুতাহাটা

আপনজন: কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি, সন্দেশখালি নৃশংস ঘটনা সহ নানা দাবি নিয়ে বামফ্রন্টের আনারনগর শাখা উদ্যোগে সুতাহাটা ব্লকের কুঁকড়াহাটি অঞ্চলে ৪ নম্বর বুথে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক মন্ডলী সদস্য পরিতোষ পট্টনায়ক,এরিয়া কমিটির সদস্য গোলাম রসূল, মিজানুর রহমান,সুব্রত শিকারি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

পুঠিমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শুরু হয়ে গেল রোগী ভর্তি প্রক্রিয়া

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সামশেরগঞ্জের পুঠিমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শুরু হয়ে গেল রোগী ভর্তি প্রক্রিয়া। বুধবার রাতেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমার্জেন্সি বিভাগে ভর্তি করা হয় এক শিশুকে। দেওয়া হয় ওষুধ, স্যালাইন সহ যাবতীয় পরিষেবা। শুধু তাই নয় একে একে চিকিৎসা করতে সাধারণ মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায় পুঠিমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। আর জঙ্গিপুর অনুপনগর কিংবা দূরদূরান্তে নয়, বাড়ির কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে খুশি ভাসাইপাইকর, দোগাছি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা। উল্লেখ করা যেতে পারে, দিন দুয়েক আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে সামসেরগঞ্জের পুঠিমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইনডোর চিকিৎসা পরিষেবা। ২০ বেড বিশিষ্ট এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিস্ট, টেকনিশিয়ান সহ ১৬ জন স্টাফ নিয়োগ করা হয়। তারপরেই কার্যত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসা করতে ভিড় জমে সাধারণ মানুষের। বুধবার রাতেই প্রথমবারের মতো দীর্ঘ ৪০ বছর পর চালু হয় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি করা হয় এক শিশুকে। আর অনুপনগর হাসপাতাল কিংবা জঙ্গিপুর নয়, বাড়ির কাছেই চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে খুশি সাধারন মানুষ। বাম আমলে তৈরি হওয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র দীর্ঘদিন বেহাল হয়ে পড়ে থাকার পর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা শুরু হওয়ায় বিধায়ক আমিরুল ইসলাম ও প্রশাসনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

দস্তারবন্দী আজিমুশশান জলসা তিলপীতে

মাফরুজা মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ তিলপি ভেরি ধার গ্রামে। বুধবার দিন হয়ে গেল বাৎসরিক জলসা। ১০তম বার্ষিকী দস্তারবন্দী আজিমুশশান জলসা। এলাকার মানুষের মনকে দিনের আলোয় নিয়ে আসার জন্য গ্রামবাসীরা মিলিত ভাবে এলাকায় শুরু করেছিলেন জলসা।বিগত ২০১৫ সাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে হয়ে আসছে জলসা দক্ষিণ তিলপী ভেরি ধার গ্রামের বার্ষিকী দস্তারবন্দী আজিমুশশান জলসা।বিগত দিনের মতো আনন্দ উৎসবে মেতে উঠতে শুরু হল জলসা। দক্ষিণ তিলপী ভেরি ধার গ্রামে বার্ষিকী দস্তারবন্দী আজিমুশশান জলসা।এদিনের জলসা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তালিমুল কুরআন হাফিজিয়া সুলতানিয়া দক্ষিণ তিলপি ভেরিধার মাদ্রাসার জলসা থেকে ১৩ জন হাফেজ ছাত্রকে পাগড়ী প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য প্রধান বক্তা বাংলাদেশ থেকে বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ হাফেজ কারী মাওঃ মহিবুল্লাহ রাশেদী সাহেব (বাংলাদেশ বগুড়া)। এছাড়া মাদ্রাসা তালিমুল কুরআন হাফিজিয়া সুলতানিয়া দক্ষিণ তিলপি ভেরি ধার মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব হাফেজ মোঃ মহসিন মন্ডল বলেন দিনের আলো প্রতিটি মানুষের আনার লক্ষ্যে আমাদের এই জলসা আয়োজন।

প্রথম নজর

রমজানে ১০ হাজার পণ্যের দাম কমানোর ঘোষণা আরব আমিরাতের

আপনজন ডেস্ক: রমজান উপলক্ষে ১০ হাজার পণ্যের দাম কমানোর ঘোষণা দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিষ্ঠান শারজাহ সমবায় সমিতি। এর সিংহভাগ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য। এর মধ্যে ভোজ্যতেল, চাল ও আটার মতো পণ্যের মূল্য ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত কমানো হয়েছে। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে খালিজ টাইমস।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে তারা রমজান উপলক্ষে ৩ কোটি ৫০ লাখ দিরহাম বরাদ্দ করেছে। একইসঙ্গে ১০ হাজার পণ্যের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া সাপ্তাহিক অফারের অংশ হিসেবে এর বাইরেও আরও পণ্যে ছাড় দেওয়া হবে। ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখ থেকে এই ছাড় কার্যকর হবে। মূল্যছাড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে দুটি সুজুকি ডিজায়ার গাড়ি, প্রতিটি ৫ হাজার দিরহাম মূল্যের ৩০টি আসবাবপত্রের গিফট কার্ড এবং ১ হাজার দিরহাম মূল্যের ৩২টি শপিং গিফট কার্ড দেবে ক্রেতাদের। তবে যারা ৩০০ দিরহাম বা এর বেশি মূল্যের পণ্য ক্রয় করবেন তারা এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে পারবেন। মঙ্গলবার দুবাই ভিত্তিক খুচরা বিক্রেতা ইউনিয়ন কোপ ৪ হাজার পণ্যের ওপর ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ মূল্য ছাড়ের ঘোষণা দিয়েছে।

নাভালনির মৃত্যু: ৬ রুশ কারা কর্মকর্তার উপর ব্রিটেনের নিষেধাজ্ঞা জারি

আপনজন ডেস্ক: আর্কটিক পেনাল কলোনির দায়িত্বে থাকা ছয় রুশ কারাগার কর্মকর্তার সম্পদ জব্দ করেছে যুক্তরাজ্য। পাশপাশি তাদের যুক্তরাজ্যে ভ্রমণেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। রাশিয়ায় বিরোধী নেতা আলেক্সি নাভালনি যে কারাগারে মারা গেছেন, ঐ কর্মকর্তারা সেখানেই দায়িত্ব পালন করতেন। দেশটির পররাষ্ট্র দফতর বলছে, নাভালনির মৃত্যুর ঘটনায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা প্রথম দেশ হচ্ছে যুক্তরাজ্য।

ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেছেন, নাভালনির প্রতি ‘নিষ্ঠুর আচরণের’ জন্য দায়ীদের জবাবদিহি করা হবে।

এদিকে পশ্চিমা নেতারা নাভালনির মৃত্যুর জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনসহ রাশিয়ার কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন। যাদের ওপর এ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তারা হলেন- পেনাল কোলোনির প্রধান কর্নেল ভাদিম কনস্টান্টিনোভিচ কালিনিন এবং উপপ্রধান লে. কর্নেল সের্গেই নিকোলাভিচ করজভ, ভ্যাসিলি আলেকজান্দ্রোভিচ ভিড্রিন, ভ্লাদিমির ইভানোভিচ পিলিপচিক, আলেকজান্ডার ভ্লাদিমিরোভিচ গোলিয়াকভ ও কর্নেল আলেকজান্ডার ভ্যালেরিভিচ ওব্রাজতসভ। নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার সময় ডেভিড ক্যামেরন বলেন, এটি স্পষ্ট যে রুশ কর্তৃপক্ষ নাভালনিকে নিজেদের জন্য হুমকি হিসেবে দেখেছে এবং তারা বারবার তাকে চুপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

রাশিয়ার নিপীড়নমূলক আচরণ নিয়ে কারো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এ কারণে পেনাল কলোনিতে নাভালনির হেফাজতের দায়িত্বে থাকা কারাগারে শীর্ষ পর্যায়ের এই কর্মকর্তাদের ওপর আমরা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছি।

নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকার নাভালনির মৃতদেহ অবিলম্বে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তরেরও আহ্বান জানিয়েছে। একইসঙ্গে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ তদন্তের জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

গাজাবাসীর প্রতি সংহতি জানিয়ে মিশরে ম্যারাথন

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজাবাসীর প্রতি সংহতি জানাতে মিশরের রাজধানী কায়রোতে একটি দাতব্য ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিশরের মিশরীয় উপজাতি ও পরিবার পরিষদের সহযোগিতায় দেশটির সামাজিক সংহতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ‘রান ফর গাজা’ শীর্ষক এই ম্যারাথনে অংশ নেয় ১০ হাজারের বেশি দৌড়বিদ।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কায়রো ওয়াদি দিজলায় অনুষ্ঠিত এ ম্যারাথনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, অংশগ্রহণকারীদের সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে গাজাবাসীর জন্য অনুদান সংগ্রহ করা এবং খাদ্যভর্তি ৫০টি ট্রাক প্রস্তুত করা।

ম্যারাথনটির উদ্বোধন করেন সামাজিক সংহতি মন্ত্রী নেভিন আল-কাব্বাজ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী ড. আশরাফ সাবহি, পরিবেশমন্ত্রী ড. ইয়াসমিন ফুয়াদ ও জাতীয় মানবাধিকার কাউন্সিলের সভাপতি রাষ্ট্রদূত মুশিরা খাত্তাব।

নেভিন আল-কাব্বাজ বলেন, ‘এই ম্যারাথনের মাধ্যমে গাজাবাসীর প্রতি মিশরীয় জনগণের পক্ষ থেকে সংহতির বার্তা জানানো হচ্ছে।

ফিলিস্তিন ইস্যুতে মিশর সব সময় সমর্থন দিয়ে আসছে। ফিলিস্তিনের গাজাবাসীর সহযোগিতায় মিশর সরকারের পাঠানো ত্রাণের পরিমাণ দুই লাখ টন পর্যন্ত পৌঁছেছে। তা স্থল, আকাশ বা সমুদ্রপথে সেখানে পৌঁছানো হয়েছে।’

এদিকে গত ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার পর গাজাবাসীর জন্য সংগৃহীত ত্রাণসামগ্রী মিশর থেকে রাফাহ ক্রসিং দিয়ে গাজায় পাঠানো হচ্ছে। মিশরসহ বিশ্বের প্রায় ৩৭টি দেশ থেকে আসা ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর ক্ষেত্রে মিশর রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গাজায় পৌঁছা অনুদানের ৬০ শতাংশ সংস্থাটির মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে ইসরায়েল। এ হামলায় গত ১৩৮ দিনে প্রায় ৩০ হাজার ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে; যাদের মধ্যে বেশির ভাগই নারী ও শিশু।

আকাশে উড়ল তুরস্কের তৈরি ৫ম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান

আপনজন ডেস্ক: সফলভাবে আকাশে উড়েছে নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি তুরস্কের ৫ম প্রজন্মের স্টিলথ ফাইটার কান।

বুধবার দেশটির রাজধানী আঙ্কারার মুর্টেড এয়ারফিল্ড থেকে অত্যাধুনিক এই যুদ্ধবিমানটি উড্ডয়ন করে। পরে ১৩ মিনিটের উড্ডয়ন শেষে স্টিলথ ফাইটারটি সফলভাবে অবতরণ করে।

সামরিক জোট ন্যাটোর অন্যতম সদস্য তুরস্ক বিমান বাহিনীকে আপগ্রেড করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে নেওয়া প্রকল্পের অধীনে এই যুদ্ধবিমান তৈরি ও ফ্লাইট পরিচালনা করা হয়। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তার্কিশ অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ (টিএআই) বুধবার রাজধানী আঙ্কারার মুর্টেড এয়ারফিল্ডে নিজেদের তৈরি ফাইটার জেট কান-এর ১৩ মিনিটের প্রথম ফ্লাইট পরিচালনা করেছে। তুর্কি সেনাবাহিনীর পুরোনো হয়ে যাওয়া বিমানবহরকে প্রতিস্থাপন করার লক্ষ্যে দেশীয়ভাবে প্রথমবারের মতো পঞ্চম প্রজন্মের এই ফাইটার জেট তৈরি করা হয়েছে। প্রথমবার উড্ডয়নের আগে কান যুদ্ধবিমানের লঞ্চ সিট পরীক্ষা, পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের স্ট্যাটিক পরীক্ষা, নিয়ন্ত্রণ পৃষ্ঠের স্ট্যাটিক পরীক্ষা, ল্যান্ডিং গিয়ার পরীক্ষা, অ্যাভিওনিক সিস্টেম পরীক্ষা, জ্বালানি পরীক্ষা, ইঞ্জিন স্টার্ট-আপ পরীক্ষা এবং ট্যাক্সি চালনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান বলেছেন, দেশীয়ভাবে নিজস্ব পঞ্চম প্রজন্মের ফাইটার এয়ারক্রাফট তৈরির মাধ্যমে তুরস্ক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ পার করল। তার্কিশ অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজের (টিএআই) প্রধান টেমেল কোটিল এক্সে বলেছেন, প্রথম উড্ডয়নে যুদ্ধবিমান কান ১৩ মিনিটের জন্য আকাশে ছিল। এই উড্ডয়নের সময় যুদ্ধবিমানটি ৮ হাজার ফুট উচ্চতায় ২৩০ নট গতিতে পৌঁছেছিল। তুরস্কের ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিজ প্রেসিডেন্সির প্রধান হালুক গোরগুন বলেছেন, তুরস্ক আরেকটি লক্ষ্য অর্জন করেছে যা দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পের অন্যতম মাইলফলক হবে। তিনি বলেন, “কান-এর মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র পঞ্চম প্রজন্মের ফাইটার জেটই আনব না, এমন প্রযুক্তিও আনব যা বিশ্বের খুব কম দেশেই আছে।”

জানা গেছে, নতুন প্রজন্মের অস্ত্রের সাথে কান যুদ্ধবিমান এয়ার-টু-এয়ার যুদ্ধে সক্ষম এবং সুপারসনিক গতিতে অভ্যন্তরীণ অস্ত্রভান্ডার থেকে নির্ভুল হামলা করতে সক্ষম। একইসঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং নিউরাল নেটওয়ার্ক সহায়তায় বর্ধিত যুদ্ধ শক্তিও পাবে ৫ম প্রজন্মের এই স্টিলথ ফাইটার।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে আরও জানা গেছে, নতুন এই ফাইটার জেটটি প্রাথমিকভাবে দুটি জেনারেল ইলেকট্রিক এফ-১১০ ইঞ্জিন দিয়ে চলবে, এটি চতুর্থ প্রজন্মের লকহিড মার্টিন এফ-১৬ যুদ্ধবিমানেও ব্যবহৃত হয়। তবে পঞ্চম প্রজন্মের ফাইটার হিসেবে তুস্কের এই যুদ্ধবিমানের স্টিলথ ক্ষমতা রয়েছে। পরিকল্পনা ছিল, তার্কিশ ইঞ্জিন নিয়ে ২০২৮ সালে আকাশে উড়াল দেবে কান যুদ্ধবিমান। ২০১৬ সালে এই যুদ্ধবিমান তৈরির এ প্রজেক্ট শুরু হয়। তখন বলা হয়েছিল, ২০২৮ সালে তার্কিশ বিমান বাহিনীর কাছে প্রথম বিমানটি বুঝিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তার অনেক আগেই বিমানগুলো আকাশে উড্ডয়নের জন্য তৈরি হয়ে গেছে। ২১ মিটার (৬৯ ফুট) লম্বা যুদ্ধবিমানটি সর্বোচ্চ ২ হাজার ২২২ কিলোমিটার গতিতে উড়তে সক্ষম। এটিতে রয়েছে দুটি ইঞ্জিন। আর এ ইঞ্জিনগুলো বিমানটিকে আকাশে উড়াতে ২৯ হাজার পাউন্ড শক্তি সঞ্চার করতে পারে।

যুদ্ধবিমানটিতে রয়েছে উচ্চ সচেতনতা প্রযুক্তি, যুদ্ধের ক্ষতি শনাক্তকরণ প্রযুক্তি, অপটিমাইজড পাইলট ওয়ার্কলোড, নতুন প্রজন্মের মিশন সিস্টেম, কম পর্যবেক্ষণযোগ্যতা প্রযুক্তি, নির্ভুল আঘাত হানার সক্ষমতার প্রযুক্তি এবং অস্ত্র মজুদকরণ ব্যবস্থা।

ইসরায়েলিদের ওপর হামলার অধিকার আছে ফিলিস্তিনের: চিন

আপনজন ডেস্ক: নেদারল্যান্ডসের হেগে শহরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) ‘ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ইসরায়েলের দখলদারিত্ব’ নিয়ে চলমান গণ শুনানির চতুর্থ দিন কথা বলেছে চীন। দেশটির প্রতিনিধি জানিয়েছেন, ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অধিকার ফিলিস্তিনিদের রয়েছে। কারণ ইসরায়েলিরা হলো দখলদার। তারা অবৈধভাবে ফিলিস্তিনি অঞ্চল দখল করে রেখেছে। বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন বিষয়ক পরামর্শক মা জিনমিন আদালতকে বলেন, ‘আত্মরক্ষার অধিকার হিসেবে– বিদেশি দখলদারদের হটাতে এবং স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়, ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র সংগ্রামের অধিকার রয়েছে।’

তিনি আরো বলেছেন, ‘বিশ্বের অনেক দেশ সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে বিদেশি দখলদারদের হটিয়েছে। ইসরায়েলিদের ওপর ফিলিস্তিনিদের হামলা কোনো সন্ত্রাসী কার্যক্রম নয়– এটি তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের অধিকার।’

‘ঔপনিবেশিকদের হাত থেকে রক্ষা পেতে ও আত্মরক্ষার্থে বিভিন্ন সময় সশস্ত্র প্রতিরোধসহ সব ধরনের পদ্ধতিতে একাধিকবার বৈধতা দেওয়া হয়েছে।’ যোগ করেন এই চীনা কর্মকর্তা। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর পশ্চিমতীরসহ ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নেয় ইসরায়েলি বাহিনী। প্রায় ৫০ বছর ধরে তাদের দখলদারিত্বেই রয়েছে অঞ্চলগুলো। ইসরায়েলিরা শুধুমাত্র ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলো দখল করেই ক্ষান্ত থাকেনি। তারা সেসব জায়গায় অবৈধ বসতিও গড়ে তুলেছে। এসব বসতিতে যেসব ইসরায়েলি থাকেন তারা প্রায়ই ফিলিস্তিনিদের হামলার মুখে পড়েন। বিশ্বের প্রায় সব দেশ ইসরায়েলকে তাদের দখলদারিত্বের অবসান ঘটানোর আহ্বান জানালেও; আন্তর্জাতিক আদালতে গতকাল ইসরায়েলের পক্ষে কথা বলেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি বলেছে, ইসরায়েলের আত্মরক্ষার কথা বিবেচনা করে– ইসরায়েলি সৈন্যদের যেন দখলকৃত স্থানগুলো ছেড়ে দেওয়ার কোনো নির্দেশনা আদালত না দেন। এছাড়া এ বিষয়টিকে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের দ্বিপক্ষীয় বিষয় হিসেবেও অভিহিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আর মার্কিনিদের এমন আবদারের পরের দিনই চীন বলেছে, দখলকৃত স্থানগুলোতে ইসরায়েলের আত্মরক্ষা বলতে কিছু নেই। কারণ তারা হলো সেসব স্থানের দখলদার। অপরদিকে ফিলিস্তিনিরা হলো এসব ভূখণ্ডের মালিক। ফলে বিদেশি দখলদারদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফিলিস্তিনিদের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে।

পুতিনকে গালি দিলেন বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব রাজনীতির শিষ্টাচার ভুলে এবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে গালি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বুধবার (২১ ফেব্রুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সান ফ্রান্সিসকোতে তহবিল সংগ্রহের এক অনুষ্ঠানে পুতিনকে ‘ক্রেজি সান অব আ বিচ’ বলেন বাইডেন। বাইডেন সতর্ক করে বলেন, ‘সর্বদা পারমাণবিক সংঘাতের হুমকি থাকে এবং মানবতার হুমকি জলবায়ু পরিবর্তনের শঙ্কাও থাকে। পুতিনের মতো কিছু ‘ক্রেজি সান অব আ বিচ’ আছে, যাদের কাছ থেকে সর্বদা পারমাণবিক সংঘাতের হুমকি পাওয়া যায়। পুতিন ও অন্যদের মতো নেতাদের কারণে এসব হুমকি তৈরি হচ্ছে, কিন্তু মানবজাতির অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় হুমকি জলবায়ু।’ বাইডেন এর আগেও অন্যদের ‘সান অব আ বিচ’ বলে গালি দিয়েছিলেন। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে তিনি ফক্স নিউজ হোয়াইট হাউসবিষয়ক এক সাংবাদিককে এই গালি দিয়েছিলেন। মাইক্রোফোনে তা শোনা গিয়েছিল। নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহের সময় স্ক্রিপ্টের বাইরে বাইডেনের কথা বলার প্রবণতা আছে। পুতিনের বিরুদ্ধে বাইডেনের মৌখিক আক্রমণও সাম্প্রতিক সময়ে তীব্র হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তীব্র মানবিক সংকট, গাজা উপত্যকা এখন ‘ডেথ জোন’: ডব্লিউএইচও

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে অবিরাম হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জার পাশাপাশি হামলা হচ্ছে হাসপাতালেও। এতে করে গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এরই মধ্যে ভেঙে পড়েছে। অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডটিতে দেখা দিয়েছে তীব্র মানবিক সংকট। এমন অবস্থায় গাজা উপত্যকার পরিস্থিতিকে অমানবিক বলে উল্লেখ করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রেইয়েসুস। এমনকি গাজা উপত্যকা এখন ‘ডেথ জোন’ বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বার্তাসংস্থা এএফপির বরাত দিয়ে বুধবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল আরাবিয়া। গাজা উপত্যকার মানবিক পরিস্থিতি অমানবিক বলে উল্লেখ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান বুধবার ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডকে ‘ডেথ জোন’ বা ‘মৃত্যু অঞ্চল’ বলে অভিহিত করেছেন। ডব্লিউএইচও প্রধান এসময় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক সাহায্যের অবাধ প্রবেশের সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। এক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে টেড্রোস আধানম গেব্রেইয়েসুস বলেন, গাজার স্বাস্থ্য ও মানবিক পরিস্থিতি অমানবিক এবং ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে। গাজা একটি মৃত্যু অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

সেখানকার বেশিরভাগ অঞ্চল ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, আমরা কোন ধরনের পৃথিবীতে বাস করি যেখানে মানুষ খাবার এবং পান করার জন্য পানি পায় না, বা যেখানে মানুষ হাঁটতে পর্যন্ত পারে না কিংবা তারা তাদের সেবা-যত্নও পেতে পারে না? আমরা কোন ধরনের বিশ্বে বাস করি যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীরা অসহায় মানুষের জীবন রক্ষায় কাজ করার সময় নিজেরাই বোমা হামলার ঝুঁকিতে থাকে? ডব্লিউএইচও প্রধান বলেন, আমরা কোন ধরনের বিশ্বে বাস করি যেখানে হাসপাতালগুলো বন্ধ করে দিতে হবে কারণ রোগীদের বাঁচাতে সাহায্য করার জন্য আর কোনও জ্বালানি বা ওষুধ নেই। এবং এসব হাসপাতাল অবকাঠামোতে বারবার হামলা করছে সামরিক বাহিনী।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি এই হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪১ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪২ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪১	৬.০২
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৪.০০	
মাগরিব	৫.৪২	
এশা	৬.৫৩	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

ভেনেজুয়েলায় সোনার খনিতে ধসে নিহত ২৩

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় একটি সোনার খনিতে ধসের ঘটনায় অন্তত ২৩ জন নিহত হয়েছেন। ভেনেজুয়েলার মধ্যাঞ্চলে একটি উন্মুক্ত সোনার খনিতে এই দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার সময় সেখানে বহু শ্রমিক কাজ করছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। ভেনেজুয়েলার মধ্যাঞ্চলে বেআইনিভাবে পরিচালিত একটি সোনার খনিতে মাটির দেয়াল ধসে পড়ার পর অন্তত ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার সময় সেখানে বহু মানুষ কাজ করছিলেন।

মেক্সিকোতে অপরাধী চক্রের মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত ১২

আপনজন ডেস্ক: লাতিন আমেরিকার দেশ মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য গুয়েরেরোতে বেশ কয়েকটি অপরাধী চক্রের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) লাস টুনাসের পাহাড়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে ওই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেখানে পাঁচটি পোড়া মরদেহ পাওয়া গেছে বলে রাষ্ট্রীয় প্রসিকিউটরের কার্যালয় নিশ্চিত করেছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাদর জানিয়েছেন, ওই অঞ্চলে সাম্প্রতিক সময়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, সব তথ্য ছাড়াই এটা অনুমান করা যায় যে, অপরাধী চক্রের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এখন পর্যন্ত সেখানে ১২ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, নিরাপত্তা বাহিনী ওই এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে এবং এ বিষয়ে আরও তথ্য দেওয়া হবে। এদিকে স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ওই এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিতে লা ফ্যামিলিয়া মিচোয়াকানা এবং লস তলাকোস নামের দুটি অপরাধী চক্রের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিশ্লেষক ডেভিড সসেডো বলেছেন, লা ফ্যামিলিয়া মিচোয়াকানা প্রতিবেশী মিচোয়াকান রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। এখন তারা দেশের অন্যতম দরিদ্র এবং সবচেয়ে সহিংস রাজ্য গুয়েরেরোকে দখল করার চেষ্টা করছে।

রাখাইনে জান্তার বোমায় হাসপাতাল এখন ধ্বংসস্তূপ

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের রামরি শহরে ব্যাপক বোমাবর্ষণ চালিয়েছে জান্তা বাহিনী। এতে শহরটির একটি সরকারি হাসপাতাল ও একটি বাজার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক বেসামরিক ঘরবাড়িও।

বুধবার আরাকান আর্মির (এএ) বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে ব্যাংকক থেকে পরিচালিত মিয়ানমারের ইংরেজি সংবাদপত্র দ্য ইরাবতী।

আরাকান আর্মির দাবি, মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) বিকালে রামরি শহরে যুদ্ধবিমান থেকে ৫০০ পাউন্ডের একটি বোমা ফেলে জান্তা বাহিনী। এছাড়াও আরও কয়েকটি বোমা হামলা চালায় তারা, যেগুলো সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবহৃত বোমার চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক। গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি রামরিতে ঘাঁটি গেড়েছিল জান্তা। এর জেরে সেখানে জান্তা সেনাদের সঙ্গে আরাকান আর্মির সংঘাতের সূত্রপাত হয়। তখন থেকে নিয়মিত রামরিতে জল, স্থল ও আকাশপথে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তারা।

এদিকে মঙ্গলবার রামরি ছাড়াও রাখাইনের রাজধানী সিত্তেসহ পোনাগিউন, রাথেডং ও বুথিডংয়ের বিভিন্ন শহর ও গ্রামের আবাসিক এলাকায় কামানের গোলা নিক্ষেপ করে জান্তা সেনারা। আরাকান আর্মি জানিয়েছে, পোনাগিউনের আলাল সু শহরের একটি আবাসিক এলাকা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মিয়ানমারের থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের সদস্য আরাকান আর্মি।

রাশিয়াকে ‘জুলফিকার’ ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ইরানের

আপনজন ডেস্ক: সামরিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে রাশিয়ায় শত শত ‘জুলফিকার’ ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পাঠাচ্ছে ইরান। দুই দেশের ৬টি সূত্রের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স। সূত্রের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, এ পর্যন্ত রাশিয়ায় প্রায় ৪০০ ‘জুলফিকার’ ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পাঠিয়েছে ইরান। ফাতেহ-১১০ গোত্রের এই ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সর্বনিম্ন ৩০০ থেকে সর্বোচ্চ ৭০০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত প্রকল্পটি তদারক করে দেশটির সেনাবাহিনীর এলিট শাখা ইরান রেভোলুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানতে আইআরজিসি এবং রাশিয়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল রয়টার্স, কিন্তু রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বা আইআরজিসির কোনো কর্মকর্তা মুখ খুলতে রাজি হননি। তবে ইরানের একটি সূত্র জানিয়েছে, গত জানুয়ারি মাসের শুরুর দিকে মস্কো সফরে গিয়েছিল ইরানের প্রতিনিধি দল, পরে মস্কোর একটি প্রতিনিধি দলও তেহরান সফরে আসে। সে সময়ই এ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন দুই দেশের কর্মকর্তারা। এ পর্যন্ত জুলফিকার ক্ষেপণাস্ত্রের চারটি চালান রাশিয়ায় পাঠিয়েছে ইরান। তার মধ্যে দু’টি চালান পাঠানো হয়েছে কাস্পিয়ান সাগরপথে এবং দু’টি বিমানে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৫২ সংখ্যা, ১০ ফাল্গুন ১৪৩০, ১২ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

বিশ্ব জলবায়ু

ধারাবাহিকভাবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা গড়ে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অধিক বৃদ্ধি পাওয়ার দশম বত্সর ছিল ২০২৩ সাল। ২০২২ সালের চাইতে অধিক গরম পড়িয়াছিল গত বছরটিতে। তবে উষ্ণ আবহাওয়া পিছু ছাড়ে নাই চলতি বত্সরেও। বরং আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ইতিমধ্যে বলা হইয়াছে যে, উষ্ণতম বত্সর হিসাবে পূর্বের সকল রেকর্ড ভাঙিয়া দিবে ২০২৪ সাল। তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রিতে উঠিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন আবহাওয়াবিদরা। উল্লেখ্য, ১৮৫০ সাল হইতে রেকর্ড রাখা শুরু হওয়ার পর ২০১৬ সাল ছিল সর্বাপেক্ষা উষ্ণতম বত্সর। ঐ সময় বলা হইয়াছিল, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়িবার কারণ হইতেছে 'এল নিনো'। ইহার প্রভাবে কমিতেছে বৃষ্টিপাত, বাড়িতেছে দাবদাহ। আমরা জানি, শিল্পবিপ্লবের পূর্বের সময়ের তুলনায় বর্তমানে পৃথিবী প্রায় ১ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণ হইয়াছে। এই সময়কালে প্রচুর পরিমাণে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের ফলে উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার কারণেই মূলত বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাসের স্তর ঘন হইতেছে এবং স্থল ও সমুদ্র—উভয় ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়িতেছে ক্রমবর্ধমান হারে। এইরূপ পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানীরা বলিতেছেন, বিশ্ব এল নিনো পর্যায়ে প্রবেশ করিবার ফলে শুষ্ক আবহাওয়া আরো কয়েক বত্সর অব্যাহত থাকিবে।

এদিকে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সহিত পাল্লা দিয়া উত্তপ্ত হইতেছে বৈশ্বিক রাজনৈতিক অঙ্গনও। সমকালীন বিশ্বরাজনীতিকে আগুনভর্তি কড়াইয়ের সহিত তুলনা করিলে ভুল হইবে না। ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং যুদ্ধবিগ্রহের কবলে পড়িয়া বিশ্ব যেন হইয়া উঠিয়াছে অগ্নিগর্ভ। দেশে দেশে ক্রমবর্ধিষ্ণু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিশ্বব্যবস্থায় সমস্যা ও সংকট কেবল বাড়িতেছেই। পারস্পরিক রেষারেষি ও দাঙ্গাহাঙ্গামার মুখে পড়িয়া বিশ্বরাজনীতিতে ঘোলাটে পরিবেশ বিরাজমান। বস্তুত, ইউক্রেন যুদ্ধের রেশ কাটিতে না কাটিতেই হামাস-ইসরাইল যুদ্ধ শুরুর ফলে ভূরাজনীতিতে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমশ চরম আকার ধারণ করিতেছে।

২০২৪ সাল বাস্তবিক অর্থেই একটি নজিরবিহীন বত্সর। বিশ্বের গণতন্ত্রের ইতিহাসেও এই বত্সর হাজির হইয়াছে টুইস্ট লইয়া! কারণ, এই বত্সরে বিশ্বের যত দেশে জাতীয় স্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা পূর্বে কখনই হয় নাই। বিশ্বব্যাপী অন্তত ৬৪টি দেশ এবং ইহার পাশাপাশি সমগ্র ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভোট হওয়ার কথা চলতি বত্সর। অর্থাত্, বিশ্বের জনসংখ্যার ৪৯ শতাংশ বা অর্ধেকই এই বত্সর ভোটে অংশগ্রহণ করিবেন। নির্বাচনের সময় সকল ক্ষেত্রেই একধরনের অস্থিরতা বিরাজ করে, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ঘিরিয়া ধরে চারিপাশ। এই অর্থে, আগামী দিনগুলিতে আন্তর্জাতিক পরিসর জুড়িয়া গরম বাতাসই বহিয়া যাইতে দেখিব আমরা।

বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে নানা নাটকীয়তা ও সমীকরণে শেষ হয় গত শতাব্দী। দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি অর্ধশত বত্সর ধরিয়া চলা দুই বিবদমান পরাশক্তির মধ্যে কথিত শীতল যুদ্ধের রেষ ছিল শতাব্দী জুড়িয়া। ইহার পর আঞ্চলিক সংগঠনের উপর গুরুত্বারোপ করিয়া বিশ্বশান্তি ও সমতা তৈরির প্রচেষ্টা ছিল চোখে পড়িবার মতো। তবে একবিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে নাইন-ইলেভেন হামলা এবং স্যামুয়েল হান্টিংটনের ক্লাস অব সিভিলাইজেশন তত্ত্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিবিধি আমূল পালটাইয়া দেয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাত-হানাহানি আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরিয়া ধরে বিশ্বব্যবস্থাকে। এই শতাব্দীর যুদ্ধ-সংঘাতের লাগামহীন প্রবণতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, নূতন বিশ্বব্যবস্থা বা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের যাত্রা শুরু হইবে। এমনকি নব্য ব্যবস্থার মধ্য দিয়া বিশ্ব আগাইয়া যাইতেছে বলিয়াও মনে করিতেছেন অনেকে। ইহা এমন এক বিশ্ব, যেইখানে দ্বিপক্ষীয় কিংবা বহুপক্ষীয় সকল ধরনের সম্পর্কই স্বার্থের আগুনে পুড়িয়া কেবল উষ্ণই হইয়া উঠিতেছে। বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বে উল্লম্ফন ঘটিতেছে নানাবিধ সমস্যার। ভূরাজনীতির জটিল সমীকরণে পড়িয়া এই সকল দেশ যুদ্ধ না করিয়াও জড়াইয়া পড়িতেছে যুদ্ধের ঘেরাটোপে। কিছু ক্ষেত্রে যেন 'ভূমি তোমার, সরকার ও সরকারের নিয়ন্ত্রণ আমার' অবস্থা বিরাজমান! উন্নয়নশীল বিশ্ব তো বটেই, অনেক উন্নত দেশও সংগ্রাম করিতেছে অবস্থার উত্তরণে। তবে একদিকে জলবায়ুর তাণ্ডব এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা—এই দুইয়ের প্রকোপে বিশ্বের অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইবে, তাহাই দুশ্চিন্তার বিষয়।

• • • • • • • • • • • •

যুদ্ধ নয়, ধ্বংসের খেলা

এই বছরের শুরুর দিকে গাজা উপৎযকায় গিয়েছিলাম। ভার্জিনিয়া থেকে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ছুটে যাওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল স্বেচ্ছাসেবক শল্যচিকিৎসক হিসেবে মানবিক সহায়তাগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করা। ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় মৃৎযুপুরীতে পরিণত হওয়া গাজার মানুষকে চিকিৎসা সেবাদানকারী চিকিৎসক ও নার্সদের দলে যোগ দিই আমি। এর আগেও বিভিন্ন যুদ্ধকবলিত এলাকায় কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। তবে গাজার পরিস্থিতি আমাকে হতবাক করেছে। লিখেছেন **ইরফান গ্যালারিয়া**।

এই বছরের শুরুর দিকে গাজা উপৎযকায় গিয়েছিলাম। ভার্জিনিয়া থেকে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ছুটে যাওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল স্বেচ্ছাসেবক শল্যচিকিৎসক হিসেবে মানবিক সহায়তাগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করা। ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় মৃৎযুপুরীতে পরিণত হওয়া গাজার মানুষকে চিকিৎসা সেবাদানকারী চিকিৎসক ও নার্সদের দলে যোগ দিই আমি।

এর আগেও বিভিন্ন যুদ্ধকবলিত এলাকায় কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। তবে গাজার পরিস্থিতি আমাকে হতবাক করেছে। টানা ১০ দিন এই উপৎযকায় আমি যা দেখেছি, তা কোনো দিনও ভোলার নয়! সৎযি বলতে, গাজায় যা চলছে, তাকে যুদ্ধ না বলে 'ধ্বংসের খেলা' বলা ঠিক হবে। গাজায় ইসরাইলের অবিরাম বোমাবর্ষণে এখন পর্যন্ত অন্তত ২৮ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। দুঃখজনক হলো, নিহতদের বেশির ভাগই শিশু ও নারী। ইসরাইল ও হামাসের মধ্যকার এই সংঘাতে ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, বলা যায়। মিশরের রাজধানী কায়রো থেকে যাৎরা করে রাফাহ সীমান্তে থামি আমরা। এই যাৎরাপথে আমরা দেখেছি, মানবিক সহায়তা নিয়ে ট্রাকগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ৎরাণ কিংবা চিকিৎসা সরঞ্জামে বোঝাই সেই সব ট্রাক গাজায় প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় রীতিমতো প্রহর গুনছিল। মাইলের পর মাইল লম্বা সেই ট্রাকের লাইন! গাজায় পৌঁছে আমরা যা দেখতে পাই, তাকে এক কথায় বলা যায় 'ধ্বংসলীলার আখ্যান'। মুহুর্মুহু বোমার শব্দে আমাদের কান অসাড় হয়ে আসছিল। নজরদারি ড্রোন ক্রমাগত চক্কর কাটছিল। নানামুখী বিপৎতি ঘিরে ধরছিল আমাদের! আমরা যেখানে অবস্থান করছিলাম, তার পাশেই ছিল ১০ লাখ বাস্তুচ্যুত মানুষের আশ্রয়শিবির। পর্যাপ্ত স্যানিটেশন না থাকার কারণে কী মাৎরায় দুর্গন্ধ আমাদের নাকে আসছিল, তা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন? আমাদের দৃষ্টি হারিয়ে যাচ্ছিল তাঁবুর সাগরে—একটার পর একটা তাঁবু মিলিয়ে গেছে দূর দিগন্তে!

রাফাহ শহরের এক গেস্ট হাউজে উঠেছিলাম আমরা। প্রচণ্ড ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে প্রথম রাত ঘুমাতে পারেননি অনেকেই। বরং বারান্দায় দাঁড়িয়ে বোমার শব্দ শুনছিলাম আমরা। খান ইউনিস থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে আঁতকে উঠছিলাম।

পরের দিন একটি ইউরোপীয় হাসপাতালে কাজ করতে যাই আমরা। সে এক বীভৎস দৃশ্য! সেখানে সারি সারি অস্থায়ী তাঁবু ছিল। হাসপাতালে আসছিল শয়ে শয়ে আহত ফিলিস্তিনি। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মারা যাচ্ছিল। তাঁবুর সারি ও লোকজনের ভিড়ে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছিল বারবার।

গাজার হাসপাতালগুলোর অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা এই একটি হাসপাতালের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। এই হাসপাতালে সাকল্যে ৩০০ জন রোগীর চিকিৎসা নেওয়ার কথা থাকলেও হাজার হাজার রোগী আমাদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। সেবার জন্য রীতিমতো লড়াই করছিল আরো শত শত রোগী ও আশ্রয়প্রার্থী। আহত মানুষের আর্তনাদে পরিস্থিতি কতটা মর্মান্তিক হয়ে ওঠে, নিজ চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না।

গাজায় খুব অল্প কজন স্থানীয় সার্জন চিকিৎসাসেবা দিচ্ছিলেন। আমাদের আগেই বলা হয়েছিল, অনেক সার্জনকে হৎযা বা গ্রেফতার করা হয়েছে। অনেকের হদিস পর্যন্ত নেই। অনেকে বিভিন্ন জায়গায় আটকা পড়ে আছেন বিধায় কাজে ফিরতে পারছেন না। কেবল একজন স্থানীয় প্লাস্টিক সার্জন কাজ করার পর্যায়ে ছিলেন এবং কাজ করে যাচ্ছিলেন ২৪ ঘণ্টাই। সপ্তাহের সাত দিনই কাজ করতে হচ্ছিল তাকে। ঐ সার্জনের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে বোমার আঘাতে। এ কারণে হাসপাতালেই থাকতেন তিনি। এই সার্জন ভাগ্যবান এ কারণে যে, তার স্ৎরী ও একমাৎর কন্যা তখনো জীবিত ছিলেন। অন্যদিকে হাসপাতালে কর্মরত প্রায় সবাই তাদের প্রিয়জন হারানোর শোক বুকের মধ্যে পুষে রেখেই কাজ করে যাচ্ছিলেন বলে আমরা শুনেছিলাম!

> গাজার হাসপাতালগুলোর অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা এই একটি হাসপাতালের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। এই হাসপাতালে সাকল্যে ৩০০ জন রোগীর চিকিৎসা নেওয়ার কথা থাকলেও হাজার হাজার রোগী আমাদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। সেবার জন্য রীতিমতো লড়াই করছিল আরো শত শত রোগী ও আশ্রয়প্রার্থী। আহত মানুষের আর্তনাদে পরিস্থিতি কতটা মর্মান্তিক হয়ে ওঠে, নিজ চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না।

এসব ঘটনা-দুর্ঘটনার গল্পের মধ্যেই কাজে লেগে পড়ি আমরা। অবস্থা এতটা শোচনীয় হয়ে পড়ে যে, দৈনিক ১০ থেকে ১২ টি অস্ৎরোপচার করতে হতো। টানা ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ চালিয়ে যেতে হতো। এতটুকুতেই নিস্তার মিলত না, অবিরাম বোমা বিস্ফোরণে প্রায়ই কেঁপে কেঁপে উঠত অপারেটিং রুম। এমনো হয়েছে বহু বার, প্রতি ৩০ সেকেন্ড অন্তর বোমার শব্দে কেঁপে উঠতাম আমরা!

কী ধরনের বাজে পরিবেশে কাজ করতে হয়েছে আমাদের, তা কল্পনারও বাইরে। চিকিৎসা সরঞ্জামের ঘাটতিতে হিমশিম খেতে হতো অধিকাংশ ক্ষেৎরেই। এমন অনেক বার ঘটেছে, রোগীর সংকাটপন্ন অবস্থা বিবেচনায় পা কিংবা শরীরের কোনো অংশ কেটে ফেলতে বাধ্য হতাম। যদি মানসম্মত চিকিৎসা সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকত, তাহলে অনেক অঙ্গচ্ছেদ এড়ানো যেত নিশ্চিতভাবে।

গাজায় স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এরকম অবস্থায় আহত রোগীদের যৎন নেওয়া বা চিকিৎসা দেওয়া কতটা কঠিন, তা আমরা বুঝেছি প্রতি মুহূর্তে। এসবের মধ্যেই রোগীদের কথা শুনতাম আমি। ফিসফিস করে নিজেদের জীবনে ঘটে যাওয়া করুণ গল্প বলত তারা। আমি কত জন এতিম শিশুর অপারেশন করেছি, তার হিসাব রাখা একসময় বন্ধ করে দিই। রোগীর চাপ এত বেশি ছিল যে, হিসাব রাখার সময় ও সুযোগ কোনোটাই থাকত না! একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ৫ থেকে ৮ বছর বয়সি কয়েক জন শিশুকে একবার জরুরি কক্ষে নিয়ে আসা হয়। সবার মাথায় মারাৎমক আঘাত ছিল। তাদের কাউকেই বাঁচানো যায়নি! বিষয়টি আমাকে পীড়া দেয় ভীষণভাবে। খুব করে মনে পড়ে গাজায় আমার শেষ দিনকার কথা। গেস্ট হাউজে বসে আছি। এক ছোট্ট শিশু দৌড়ে এসে আমাকে একটি গিফট দেয়। এটা ছিল সমুদ্রসৈকতে কুড়িয়ে পাওয়া একটি পাথরবিশেষ। পাথরের গায়ে আরবি হরফে লেখা ছিল—'আঘাতজর্জরিত গাজায় বসেও তোমার প্রতি ভালোবাসা জানাই'। এ কথা আমার কানে বাজে সব সময়ই।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাফাহ শহরকে যখন শেষ বারের মতো দেখছিলাম, তখনো ড্রোন, বোমা বিস্ফোরণ ও মেশিনগানের ফায়ারের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম অবিরাম। আতঙ্ক কেবল বাড়ছিল। কারণ, বেশ ভালোমতোই বুঝতে পারছিলাম, বিস্ফোরণ ঘটছে খুব কাছেই।

সম্প্রতি ইসরাইলি বাহিনী গাজার বিভিন্ন হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছে বলে খবরে জানা গেছে। এমনকি রাফাহে স্থল আক্রমণের পরিকল্পনা করছে ইসরাইলি সেনারা। ঠিক এমন একটি অবস্থায় সৎযিই নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে আমার। এর কারণ, গাজার চরম দুরবস্থার মধ্যেই চলে আসতে বাধ্য হই আমরা। আমি ও আমার টিম সেখানে থাকার সুযোগ পাইনি।

গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে চলমান সংঘাতে যেভাবে ফিলিস্তিনিদের প্রাণ ঝরছে, তা ব্যথিত করেছে সারা বিশ্বের মানুষকে। আমার মতো যারা কাছ থেকে গাজার বিভীষিকা প্রৎযক্ষ করার উপলক্ষ্য পেয়েছে, তারা জানে ঠিক কী চলছে এই উপৎযকা জুড়ে!

জাতিসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছে, যুদ্ধ সব সময়ই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর মারাৎমক প্রভাব ফেলে। গাজার শিশুদের অবস্থা আরো বিভীষিকাময়। এই অবস্থায় গাজার ১০ লাখেরও বেশি শিশুর জরুরি ভিৎতিতে মানসিক সহায়তা প্রয়োজন।

যুদ্ধকবলিত গাজার শিশুরা যেসব সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন পার করছে, তার মধ্যে রয়েছে উচ্চমাৎরার আতঙ্ক ও উদ্বেগ, ক্ষুধা হ্রাস, ঘুমাতে না পারা ইৎযাদি। সব থেকে বড় কথা, যখনই বোমা হামলার শব্দ তাদের কানে যাচ্ছে, চরম মানসিক অস্থিরতা ও আতঙ্কের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে তারা। গাজা যুদ্ধ বন্ধের কথা শোনা যাচ্ছে বটে, কিন্তু যুদ্ধবিরতির প্রশ্নে তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। বরং গাজায় বেড়েই চলেছে শিশু ও মাতৃমৃৎযু। অনুমান করা হচ্ছে, গাজায় এখনো প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর একটি শিশু মারা যাচ্ছে। আরো উদ্বেগজনক খবর হলো, প্রতি ঘণ্টায় মারা যাচ্ছেন অন্তত দুই জন মা। এই অবস্থা চলতে থাকলে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড কোন পর্যায়ে উপনীত হবে, তা ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়।

লেখক: মার্কিন চিকিৎসক
লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস থেকে অনুবাদ

ডা. শামসুল হক

মালদ্বীপের ঋণ সমস্যা এবং কিছু ভাবনা

আদর্শ একটা পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে মালদ্বীপ যে একটু আলাদা ধরণেরই , সেটা বিশ্বের সব প্রান্তের ভ্রমণ পিপাসুরা মেনে নেবেন এক বাক্যেই। এই কয়েক বছর আগেও একেবারে স্ব স্বমহিমাতেই বিরাজমান ছিল সেই অঞ্চল। কিন্তু করোনার সময় থেকে শুরু করে বিগত কয়েক বছর সে হারাতে শুরু করেছে তার নিজস্ব গরিমাও। তাই আচম্বিতেই বদলে গেছে তার আসল রূপটাও। বলাই বাহুল্য, করোনার সময় থেকেই কমতে শুরু করেছে সেখানকার পর্যটক সংখ্যা এবং অদ্যাবধি চলছে সেই একই ধারা।

একটা সময় ছিল যখন বিপুল সংখ্যক পর্যটক ভীড় জমাতেন এই দ্বীপদেশের রাজধানী মালে সহ অন্যান্য আরও অনেক পর্যটন ক্ষেত্রেই। আর সেই আয়ের একটা বড় অংশই কিন্তু ছিল সেখানকার রুজি রোজগারের অন্যতম একটা উপায়ও। সেখানে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ যেমন খুবই কম, তেমনই খোলা নেই সেখানকার মানুষজনদের আর্থিক উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য কোন উপায়ও। মাছ ধরা এবং শিপিং এর মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে একটু মজবুত করার চেষ্টা সেখানকার মানুষজন করেন বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেটা কিছুই নয়।

একটা সময় অবশ্য বিখ্যাত ছিল মালদ্বীপের দড়ি, যা তৈরি হত সেখানকার নারকেলের ছোবড়া থেকেই। বিশ্বখ্যাত ছিল সেই দ্বীপদেশের কড়িও। আর ছিল শুকনো মাছের ব্যবসা। কিন্তু বর্তমানে সেটাও একটু কমের দিকে। ছোটখাটো ব্যবসাও সেখানে ভালই চলত। নৌকা নির্মাণ, হস্তশিল্প ইত্যাদির মাধ্যমেও কিছু রোজগার হত। সেইসব অবশ্য এখনও টিকে আছে। তবে মোট জনসংখ্যার উপার্জনের তুলনায় সেটাকে মোটেও ধর্তব্যের মধ্যে আনা যায় না।

অতএব এই মুহূর্তে মালদ্বীপের সমস্যা অনেক। অর্থনৈতিক সমস্যা তো আকাশছোঁয়া। তাই এই মুহূর্তে বিদেশি ঋণের বোঝায় ভীষণভাবেই কাহিল হয়ে পড়েছে সেই দ্বীপদেশ।দিন যত এগিয়ে চলেছে বেড়ে চলেছে সেই বোঝাও। বলা যেতে পারে, তার ধাক্কায় দারুনভাবে বিপর্যস্ত সেখানকার প্রশাসনও। আর সেটা বুঝে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারও সতর্ক করেছে সেই দেশকে। আর এই তথ্য একেবারে প্রকাশ্যে এনেছে আই. এম . এফ। মালদ্বীপের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির একেবারে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেই অবশ্য সেই সংস্থা পেশ করেছে সেই তথ্য।

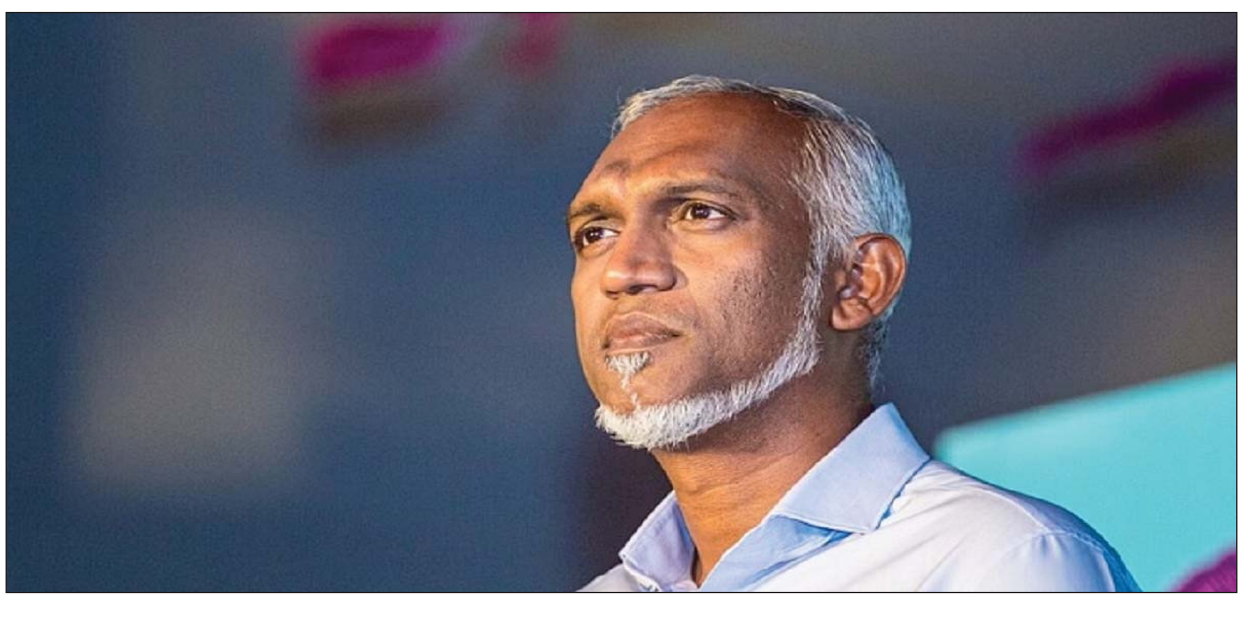

জানা গেছে চিনের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি ঋণ পাচ্ছে মালদ্বীপ। সেখানকার নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মাইজু ক্ষমতায় আসার পর থেকেই চীন তার বন্ধু দেশের প্রতি অনেক বেশি উদার হয়েও উঠেছে। ২০২৩ সালের ১৭ ই নভেম্বর সেই দেশের ক্ষমতায় এসেছেন মাইজু। তারপর সর্বপ্রথমই তিনি সেরে নেন চিন সফর এবং বর্তমানে সেই বন্ধু দেশের সঙ্গে তাঁর সখ্যতাও অনেক বেড়েছে। তাই পাচ্ছেন দেদার ঋণও। প্রেসিডেন্ট নিজে একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ । ইঞ্জিনিয়ার তিনি। বিদেশে পড়াশোনা করেছেন। লণ্ডনের পি . এইচ.ডি ডিগ্রী তাঁর অর্জন করা বিশেষ একটা সম্মানও। অতএব বিবেক , বিবেচনা এবং বুদ্ধির দৌড়ে তিনি যে অনেকটাই এগিয়ে সেটা অস্বীকার করারও কোন উপায় নেই। কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রশাসন চালানোর ক্ষমতা , এই দুটো কিন্তু একই বিষয় নয়। তাই দেশের উন্নয়নের কথা ভেবে তার অর্থনৈতিক কাঠামোটা ঠিক কেমনভাবে গঠন করা সম্ভব সেটা ঠিক করতে হবে তাঁকেই। কারণ তিনিই দেশের সর্বেসর্বা। প্রশাসনে তাঁর কথাই শেষ কথা। অবশ্য সবেমাত্র ক্ষমতায় এসেছেন তিনি। এখনও অনেক কিছু জানা বোঝারও আছে তাঁর। সুতরাং এই মুহূর্তে সেই মানুষটার কাছে খুব বেশি প্রত্যাশা করাও সমীচিন নয়। কিন্তু সতর্ক তাঁকে হতেই হবে। চোখ কান খোলা রাখতে হবে। সকলের আশা ভরসার উপযোগীও হয়ে উঠতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে মজবুত করা সম্ভব কিভাবে সর্বপ্রথম ভাবতে হবে সেটাই। সেজন্য প্রথমে রূপ বদলাতে হবে দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোর। একটা কথা কিন্তু অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে , মালদ্বীপের দর্শণীয় স্থানসমূহ বিশ্বের যেকোন কেন্দ্র অপেক্ষা অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যিই ভোলবার নয়। আছে অতি মনোমুগ্ধকর সমুদ্র সৈকত , পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর এবং পরিশুদ্ধ জলবেষ্টিত বেলাভূমিও। সেখানে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব সকালের সূর্যোদয়। আর অপরাহ্ণ বেলায় সূর্যাস্ত ? ভোলা সম্ভব নয় সেই দৃশ্যও। আর মেঘলা দিনে সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে সূর্যের বিপরীত দিকে ফুটে ওঠা রামধনুর সাতটা রঙের সেই অপরূপ খেলা , নিসর্গের অকৃত্রিম সেই সৌন্দর্যকে একবার যাঁরা উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা ভুলতে পারবেন না কোন দিনই।

বিশ্বজুড়ে আছে মালদ্বীপের শুকনো মাছের চাহিদাও। করোনা কালে হয়তো সেখানে কমিয়ে দিয়েছে ভ্রমণ পিপাসু মানুষজনদের সংখ্যা। সেইসঙ্গে কমেছে সেই মাছের চাহিদাও। কিন্তু একসময় থাইল্যান্ড , জাপান , সিঙ্গাপুর , ইউ . কে , শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশসমূহে সেটা পাঠানো হতো তা থেকে কিন্তু আসত অনেক বিদেশী মুদ্রাও। অতএব একটু চেষ্টা করলে আবারও সম্ভব সেই পুরোনো দিনে ফিরে আসাও। আর মালদ্বীপের টুনা মাছ ? সে তো বিশ্বের প্রায় সব দেশের লোকের অতি প্রিয় খাবারও। ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ সেই মাছের মধ্যে মেলে , জিঙ্ক , পটাশিয়াম , ম্যাঙ্গানিজ, ভিটামিন সি সহ আরও অনেক কিছুই। চর্বি কম, প্রোটিন বেশি। সেই মাছ খেলে কমতে বাধ্য খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ। কমায় অতিরিক্ত রক্তচাপও। দেহের হাড়ও মজবুত করে। কমায় ক্যানসারের প্রবনতাও। সুতরাং সেই মাছের চাহিদা যাতে আবার আগের মত বাড়ে নজর দিতে হবে সেই দিকেও। তাতে অর্জিত হবে বিদেশি মুদ্রা এবং কমবে ঋণের বোঝাও।

প্রথম নজর

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের অন্যতম পাণ্ডা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের অন্যতম পান্ডা গ্রেপ্তার। বিধান নগর সাইবার থানার পুলিশ থাকে নদীয়া থেকে গ্রেপ্তার করেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ বিধান নগর সাইবার থানায় উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চিরঞ্জিব ভট্টাচার্য একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার কমপ্লেন অনুযায়ী একটি চক্র সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদেরকে বিভ্রান্ত করছে। অভিযোগটিতে কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আরও দাবি করেন ওই চক্রটি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদেরকে ওই সোশ্যাল মিডিয়ায় জানায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তারা দিতে পারবেন অর্থের বিনিময়ে। এই অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করে বিধাননগর সাইবার পুলিশ। প্রাথমিকভাবে তারা দুটি ব্যাংক একাউন্ট কে আইডেন্টিফাই করে। যার মধ্যে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে। সেই অ্যাকাউন্টটি ছিল নদীয়ার বাসিন্দা প্রীতি শর্মার নামে। এরপরই বিধাননগর সাইবার থানার পুলিশ যোগাযোগ করে প্রীতি শর্মার সাথে। ওই পুলিশকে জানায়, তার এটিএম কার্ডটি তার বন্ধু রুপম সাধুখা তার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে গেছে। মহিলা পুলিশকে আরো জানায় যে তিনিও ব্যাংকের থেকে পাঠানো এসএমএস মারফত জানতে পারেন, তার ব্যাংক একাউন্টে বেশ কিছু আর্থিক লেনদেন হয়েছে যেগুলো সে করেনি।

এরপরই বিধান নগর সাইবার থানার পুলিশ নদীয়া থেকে গ্রেপ্তার করে রুপম সাধুখাকে। পুলিশ সূত্রে খবর, আদালতে পেশ করে ধৃত রূপমকে নিজেদের কাস্টাডিতে নিতে চাইবে বিধান নগর সাইবার থানার পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সাথে যুক্ত অন্যদেরও খোঁজ পেতে চায় পুলিশ।

রাস্তার কাজের সূচনায় বিডিও ও বিধায়ক

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে রাস্তার কাজের শুভ সূচনা হলো বুধবার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত ৮ নং বটুন গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধাকৃষ্ণপুর এলাকায় এদিন রাস্তার কাজের শুভ সূচনা করা হয়। এদিন একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাস্তার কাজের শুভ সূচনা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন, কুমারগঞ্জ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস, কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়, কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তোরাফ হোসেন মন্ডল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ সদস্য রিয়াজুল মন্ডল সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, এদিন বটুন এলাকায় রাধাকৃষ্ণপুর থেকে জামিরবাড়ি পর্যন্ত সিসি রোডের কাজের শুভ সূচনা করা হয়। এর ফলে স্বভাবতই খুশি এলাকা সাধারণ মানুষ।

এ বিষয়ে কুমারগঞ্জ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, ‘প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার কাজের শুভ সূচনা করা হয়েছে।’

এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ সদস্য রিয়াজুল মন্ডল জানান, ‘এলাকাবাসীদের উন্নয়নে আমাদের সরকার সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছে। সেই মতো আজ পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে এক কিলোমিটার কংক্রিটের রাস্তার কাজের শুভ সূচনা করা হল।’

প্রাণী সম্পদ দফতরের ছাগল ও ওষুধ প্রদান

সূরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের উদ্যোগে উলুবেড়িয়া-১নং প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের পরিচালনায় পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে এসএইচজি গ্রুপ গুলির মধ্যে ছাগল ও ওষুধ প্রদান করা হল। প্রকল্পের মাধ্যমে ১০টি এসএইচজি গ্রুপের সদস্যদের হাতে ১০ টি করে ছাগল প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে ১০০ টি ছাগল প্রদান করা হয় এদিন।এবং পাশাপাশি বীমা কভারেজ, ওষুধ এবং ছাগল পালন প্রশিক্ষণ আগেই দেওয়া হয়েছে ব্লকে ওই গ্রুপের সদস্যদের। এদিন ই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক, প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের অফিসার ডাঃ অমিত কুমার চালকি এবং ডাঃ শুভ্রজিত বাসু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শেখ মফিজুল প্রমুখ।

স্কুলের জমিতে তৈরি সজল ধারা প্রকল্পে ‘বেআইনি’ নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাগদা

আপনজন: স্কুলের জমিতে তৈরি সজল ধারা প্রকল্পের কোন রেজ্যুলেশন না করে নিজের প্যাডে তাপস মিত্র নামে এক ব্যক্তিকে বেআইনি নিয়োগ পত্র দিয়েছেন বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুদেবী মন্ডল এমনি অভিযোগ তুলে সোচ্চার গ্রামের বাসিন্দারা ও বিরোধী দলের লোকেরা। বাগদার বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোস্তফাপুর গ্রামের ঘটনা। বাসিন্দাদের অভিযোগ স্কুলের জমিতে সজল ধারা প্রকল্পের কল তৈরি হলেও স্কুলের নির্বাচিত কমিটি এবিষয়ে কিছুই জানেন না। বাসিন্দারা এও অভিযোগ করেন টাকার বিনিষয়ে নিয়োগ করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তার নিজের প্যাডে এই নিয়োগ দিয়েছে। কোন মিটিং করা হয়নি, ব্লক আধিকারিক সই নেই সেই প্যাডে।মুস্তাফাপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্বাচিত কমিটির সদস্য শ্রীনাথ সাহা বলেন, কোন রকম আলোচনা ছাড়ায় স্কুলের জমিতে সজল ধারা প্রকল্পের কল বসানো হয়েছে যা পরিচালিত হবে পঞ্চায়েত সমিতির দ্বারা এবং এখানে একজন কর্মীকেও নিয়োগ করা হয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির প্যাডে যা বেআইনি।

নিয়োগ করা ওই কর্মীর দাবি গ্রামবাসীরা মিথ্যা অভিযোগ করছেন রাজনীতি করছেন। আমাকে সঠিক ভাবেই নিয়োগ করা হয়েছে। এনিয়ে বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা সৌরভ গয়ালি বলেন পঞ্চায়েতে সমিতি কারোর বাপের সম্পত্তি নয়। সঠিক পদ্ধতি না মেনে এখানে একজন কে নিয়োগ করেছে তৃণমূল। যদিও এবিষয়ে নিয়ে বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুদেবি মন্ডল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, নিয়ম কানুন হয়তো কেউ জানেন না সে কারণেই এই সমস্ত অভিযোগ উঠছে। স্কুলের পড়ুয়াদের বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করানোর জন্য সজল ধারা প্রকল্পের নির্মাণ করা হয়েছে। স্কুলের নির্বাচিত কমিটি ও বিডিও কে জানিয়ে এই কাজ করেছি আমরা। এখানে কোন বেআইনি নিয়োগ হয়নি। বিজেপি এখানে রাজনীতি করছে। ওরা উন্নয়ন করে না, উন্নয়নে বাধা দেয়।

বামপন্থী কর্মচারী সংগঠনের অধিকার যাত্রা করণদীঘিতে

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: বামপন্থী কর্মচারী সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে অধিকার যাত্রা বৃহস্পতিবার প্রবেশ করে করণদিঘিতে । বিভাজনের রাজনীতিকে পরাস্ত করে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার দাবিতে, প্রশাসনের সমস্ত শূন্য পদ স্বচ্ছতার সাথে পূরণের দাবিতে, চুক্তিভিত্তিক অনিয়মিত সমস্ত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ এর দাবিতে এবং অবিলম্বে বকেয়া মহার্য ভাতা ও রিলিফ প্রদানের দাবিতে অধিকার যাত্রা বৃহস্পতিবার যাত্রায় এসে পৌঁছায় করণ দীঘির মাটিতে করণদিঘী বাস স্ট্যান্ডে পথসভা করে। পথ সভায় বামপন্থী এক কর্মচারী বক্তব্য রেখে গেরুয়া শিবিরকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, প্রতি বছর বিজেপি সরকার দু কোটি বেকারের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রাখেনি বরং বেসরকারি হাতে সব সপে দিয়েছে। রেল থেকে ব্যাংক কিছুই থাকবেনা সরকারি হাতে। রাজ্য অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হওয়া অধিকার যাত্রা শেষ হবে ১০ই মার্চ। আমরা কেবল মানুষের অধিকারগুলি তুলে ধরতে চাই আমাদের যাত্রার মধ্য দিয়ে। রাজ্য তথা দেশের গণতন্ত্র আক্রান্ত, সেই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে আমাদের এই যাত্রা।

পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পথে বাইকের ধাক্কায় জখম তিন পরীক্ষার্থী

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনার শিকার হল উচ্চ মাধ্যমিকের তিন পরীক্ষার্থী। গুরুতর আহত অবস্থায় তিন পরীক্ষার্থীকেই বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বেলিয়াতোড় হাইস্কুলের পরীক্ষার্থীরা এবার পরীক্ষাকেন্দ্র হয়েছে ছান্দার উচ্চ বিদ্যালয়ে। এদিন দুপুরে পরীক্ষা শেষে বেলিয়াতোড় হাইস্কুলের শুভম দাস, প্রিয়জিৎ গরাই ও রনিত রক্ষিত নামের তিন পরীক্ষার্থী একটি বাইকে চড়ে বেলিয়াতোড়ে ফিরছিল। মুড়াকাটার কাছে একটি টোটোকে বাঁচাতে গিয়ে উল্টো দিক থেকে আসা একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে ওই তিন পরীক্ষার্থীর বাইকে। ঘটনাস্থলেই ছিটকে পড়ে ওই তিন পরীক্ষার্থী। প্রথমে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে বেলিয়ায়তোড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখান থেকে বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ পরে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। আহত তিন ছাত্রর মধ্যে একজনের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

‘একুশে ফেব্রুয়ারি’র অ্যালবাম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: অমর একুশে উপলক্ষে বিন্দাস মিউজিক তাদের নতুন দুটি কবিতার এ্যালবাম প্রকাশ করেছে। একটি “বাংলা মায়ের ডাক”ও অন্যটি “একুশে ফেব্রুয়ারি”। দুটি কবিতার লেখিকা ও কণ্ঠশিল্পী গীতশ্রী সাহা। উত্তর চব্বিশ পরগণার দুর্গানগর নিবাসী কবি ও

সাহিত্যিক গীতশ্রী সাহা দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য সাধনা করে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ঝাড়খণ্ডে।

এতিমের পাশে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘মানবতা’

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গোসাবা

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা থানার চার নম্বর আরামপুর এলাকার বড়বাড়ি পাড়া গ্রামের দুই এতিম পড়ুয়ার পড়াশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করলো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘মানবতা’। প্রসঙ্গত, পেশায় দিনমজুর সামসুল মোল্লা ২০১৭ সালে টেম্পু গাড়ি ধাক্কায় গুরুতর রকম হয় দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর ভোগান্তির পর ২০২২ সালে স্ত্রী ও তিন কন্যাকে রেখে মারা যান। তাদের বড় মেয়ে শাহিনা মোল্লা দশম শ্রেণীতে পড়লেও শিক্ষা সচেতনতার অভাবে আজ তার ঠিকানা শ্বশুর বাড়ি। বাকি দুটি সাইমা মোল্লা সপ্তম ও সাইফা মোল্লা প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। তাদের মা হামিদা মোল্লার নুন আনতে পান্তা ফুরানোর এই সংসারে অন্য সংস্থানের জন্য যে কঠিন লড়াই করে চলেছে তারপর তাদের পড়াশোনা খরচ চালানো একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। সংবাদ মানবতার সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলি পিয়াদা’র কাছে আসে সমাজকর্মী অরভিনা পারভীনের মাধ্যম। তৎক্ষণাৎ মানবতার পক্ষ থেকে সাইমা ও সাইফার পাশে দাঁড়াও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২২ শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার তাদের হাতে তাদের শিক্ষা সরঞ্জাম পৌঁছে দেয়া হয় মানবতার পক্ষ থেকে ।

লোকসভা নির্বাচন বিষয়ক কর্মশালা শহরে

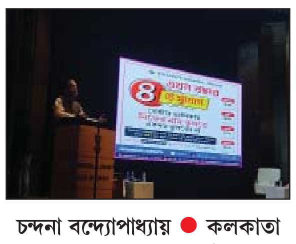

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কলকাতা

আপনজন: আর কয়েক দিনের মধ্যেই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশ হতে চলেছে। আর তার আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে কলকাতার ন্যাশানাল লাইবেরীর কনফারেন্স হলে নির্বাচন সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল। যাতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশন সহ নির্বাচন কমিশনের একাধিক আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। এদিনের এই কর্মশালায় কলকাতা, দক্ষিন ২৪ পরগনা, উওর ২৪ পরগনা, হাওড়া সহ একাধিক জেলা থেকে সাংবাদিকরা অংশ নেন। ভোটের সময় কিভাবে কাজ করতে হবে সে বিষয়ে এদিন আলোকপাত করা হয় এই শিবিরের মাধ্যমে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্ট থেকে দু কোটি টাকা গায়েব

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ধমান শহরের জেলখানা মোড়ের একটি রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক থেকে দু কোটি টাকা গায়েব হওয়ার খবর স্বীকার করেছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২২ সালে এই ঘটনা ঘটলেও এখন জানতে পেরেছে বিশ্ববিদ্যালয় যে তাদের একাউন্ট থেকে দুই কোটি টাকা কেউ জালিয়াতি করে তুলে নিয়েছে। কয়েকদিন আগে ১১ লক্ষ টাকার একটি ফিক্স ডিপোজিট প্রিম্যাচিউর তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরে আনেন । এতে দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্থায়ী অস্থায়ী কর্মী জড়িত আছে তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শোকজ করে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ব্যাংকে তাদের ফিক্স ডিপোজিট অন্যান্য অ্যাকাউন্টের হিসাব রাখতে গিয়ে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খবর নিয়ে জানতে পারে ২০২২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ২ কোটি টাকা ফিক্সড ডিপোজিট প্রি ম্যাচিউর তুলে নেয়া হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অভিযোগ দায়ের করেছে বর্ধমান সদর থানায়। এই দু কোটি টাকা কার একাউন্টে ঢুকেছে এবং এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড এবং একাউন্ট অফিসারের সই কে জাল করলো, সেই নিয়ে পুলিশের তরফ থেকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে তদন্ত শুরু করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় তরফ থেকে বলা হয়েছে খুব শীঘ্রই জানানো হবে যে কারা এর সঙ্গে যুক্ত।এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরদারির অভাব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অসাধু অফিসার জড়িত সন্দেহ করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় দু কোটি টাকা গায়েবের খবর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে বর্ধমানে।

মহিলাদের শৌচকর্মের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করার অভিযোগে চাঞ্চল্য

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদহের চাঁচল সুপার স্পেশাল্যাটি হাসপাতালে মহিলাদের শৌচকর্মের দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।গোটা ঘটনা নিয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছে রোগীর পরিবার।ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে চাঁচল থানার পুলিস জানিয়েছে।

জানা গিয়েছে, শারীরিক অসুস্থতা জনিত কারণে গত মঙ্গলবার চাঁচল হাসপাতালে ভর্তি হন হরিশ্চন্দ্রপুরের সুলতান নগরের এক মহিলা। দ্বিতীয় তলায় মহিলা ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। ঘড়ির কাটায় তখন প্রায় রাত ১০ টা। শৌচালয়ে যান ওই মহিলা। হঠাৎ তাঁর নজরে আসে শৌচালয়ের ভেতরে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি লুকিয়ে রয়েছে। ফোন দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করার চেষ্টা করছে। প্রথমে ওই মহিলা রোগী ভিডিও রেকর্ড করতে বাধা দেন। তারপর চিৎকার করে অন্যান্য মহিলা রোগীদের ডাকতে গেলে অভিযুক্ত সিড়ি বেয়ে নেমে পালিয়ে যায়। এদিকে এই ঘটনা জানাজানি হতেই ব্যাপক শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতালে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অন্যান্য মহিলা রোগীরা। রোগীদের আশঙ্কা ওই ব্যক্তি হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই বাথরুমে ঘাপটি মেরে ছিলেন। অনেকের ভিডিও রেকর্ড করেছেন। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রোগীদের পরিবারের লোকেরা। প্রশ্ন উঠেছে হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে। কিভাবে সকলের চোখ এড়িয়ে মহিলা ওয়ার্ডের বাথরুমে ঢুকে পড়লেন ওই ব্যক্তি। কতটা সজাগ ছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।এদিকে আজ রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। রোগীদের পরিবারের লোকেদের দাবি দ্রুত ওই ব্যক্তিকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হোক। বাজেয়াপ্ত করা হোক তার মোবাইল। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সালারে আগুন লেগে ভস্মীভূত দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সালার

আপনজন: সালার বাসস্ট্যান্ডে পরপর পাঁচটি দোকানে আগুন। ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায় সালার বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বিধ্বংসী আগুন। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বৃহস্পতিবার প্রায় দুপুর দুটোর দিকে সালার বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় অর্থাৎ মাছের বাজারের সামনে কয়েকটি দোকানের পেছনে জমা আবর্জনা থেকে এই আগুন লেগেছে বলে পুলিশ সুত্রে জানা যায়। আজ দুপুরের দিকে সালার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কাওসার হোসেন মন্ডল যখন এলাকা

ঘুরছিলেন মাছের বাজারের কাছে এসে দেখেন ব্যাপক ধোঁয়া সঙ্গে সঙ্গে নেমে আশেপাশের দোকানের মাল বের করতে ও আগুন নেভাতে তাঁর সঙ্গে থাকা পুলিশ কর্মীদের লাগিয়ে দেন। সেই সময় সালার বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকার যুবকরা আগুন নেভাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাঁচখানা দোকানে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হস্তশিল্প তাঁত বস্ত্র মেলা শুরু বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: আঞ্চলিক হস্ত শিল্প তাঁত বস্ত্র ও স্বরোজগার মেলা ২০২৪ উদ্বোধন হল প্রান্তিক স্টেশন সন্নিকট বিশ্ববাংলা শিল্পী হাট শান্তিনিকেতনে। এই মেলা চলবে ২২শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৯ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দুপুর একটা হইতে রাত নটা পর্যন্ত খোলা থাকবে এই মেলা। এই মেলাতে প্রদীপ উজ্জ্বলন মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মাননীয়া পর্ণা ঘোষ মহাশয়া ও বোলপুর পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলর। মেলাতে বিভিন্ন শিল্পীরা তাদের হাতের কাজের পসরা নিয়ে বসেছেন বিক্রির উদ্দেশ্যে। হাতের কাজের যারা নিযুক্ত তারা ঠিকঠাক মার্কেট পাচ্ছেন না বলে এই মেলাতে বিক্রি সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় এরকম মেলার উদ্বোধন হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী জানান অনলাইনে এর মাধ্যমে শিল্পীদের হাতের কাজ বিক্রি করতে পারবেন। তার জন্য রেজিস্ট্রেশন চলছে। বাংলার প্রতিটি প্রান্তে যাহাতে অনলাইন মার্কেটিং পৌঁছাতে পারা যায় সেই চেষ্টা চলছে।

হাড়োয়ায় রাস্তা, তোরণের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার কীর্ত্তিপুর -১ অঞ্চলের আন্দুলিয়া গ্রামের রাস্তার উপর নির্মিত সুসজ্জিত তোরণ ও নতুন রাস্তার উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় বৃহস্পতিবার। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী শম্ভুনাথ ঘোষ বলেন, এই রাস্তাটি বেশ ব্যস্ততম, যে তৎপরতা দেখিয়ে জেলা পরিষদের তহবিল থেকে গেট, রাস্তা ও পানীয় জলের বন্দোবস্ত হল তা প্রশংসনীয়। উক্ত রাস্তাটি তৈরির অন্যতম উদ্যোক্তা তথা উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, মানুষের পরিষেবা দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাই যেকোন প্রকারে সাধারণ মানুষের জন্য সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করাই জনপ্রতিনিধিদের কাজ।

পটাশপুরে ফের চুরি সমবায়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পটাশপুর

আপনজন: ফিল্মি কায়দায় চুরি ভরা দুপুরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ২ নম্বর ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুরে কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে।স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার এলাকায় লটারি বিক্রির নামে ঘুরে বেড়ায় ৫ জন ব্যক্তি।সেই সময় শ্রীকৃষ্ণপুর কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে ম্যানেজার না থাকার সুযোগে ভেতরে ঢুকে নগদ ২০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। দূর থেকে সমিতির পিয়ন দেখতে পেয়ে দৌড়ে আসে কিন্তু ততক্ষণে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। খবর চাউর হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা দুষ্কৃতীদের গাড়িকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে।তিন জনকে ধরতে পারলেও বাকি দুজন পলাতক।

গোল করিয়ে নায়ক মেসি, আর গোল করে নায়ক রোনাল্ডো

আপনজন ডেস্ক: মেজর লিগ সকারের নতুন মৌসুমটা জয় দিয়ে শুরু করেছে ইন্টার মায়ামি। চোট কাটিয়ে লিওনেল মেসিও ফিরেছেন চেনা রূপে। রিয়াল সল্ট লেকের বিপক্ষে ঘরের মাঠের ম্যাচে আর্জেন্টাইন তারকা অর্কেস্ট্রার কন্ডাক্টরের মতোই খেলিয়েছেন পুরো দলকে। ২-০ গোলের জয়ে দুটি গোলেই তাঁর অবদান।
ওদিকে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে সৌদি আরবেরই আল ফায়হার বিপক্ষে আল নাসরের ২-০ গোলের জয়ে আবারও লক্ষ্যভেদ করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আল নাসরের হয়ে শেষ ৯ ম্যাচে যা দশম গোল পর্তুগিজ তারকার। ৩৯ বছর বয়সকে তুড়ি মেরে খেলে যাচ্ছেন তিনি। আল নাসরের অন্য গোলটি আরেক পর্তুগিজ ওতাভিওর।
ম্যাচের ১৭ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেওয়ার পর রোনাল্ডো ব্যবধান বাড়ান নির্ধারিত সময়ের ৪ মিনিট আগে। যে জয়ে দুই লেগ মিলিয়ে ৩-০ ব্যবধানে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালেও উঠে গেছে আল নাসর। মেসি গত মৌসুমের শেষটা এবং এবারের প্রাক মৌসুমেই চোটে ভুগেছেন। তবে লিগের প্রথম ম্যাচে গতরাতে তাঁকে পাওয়া গেছে স্বরূপে।
দলের আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সুযোগ তৈরি করেছেন একের পর এক। ম্যাচের ৩৯ মিনিটে তাঁর বাড়ানো বল ধরে রবার্ট টেইলর প্রথম এগিয়ে দিয়েছেন মায়ামিকে। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান ডিয়েগো গোমেস। সেই গোলেও ভূমিকা রয়েছে আর্জেন্টাইন তারকার। দ্বিতীয়ার্ধে গোল শোধে মরিয়া হয়ে উঠেছিল সল্ট লেক।
জয় নিশ্চিত করতে তাই আরেকটা গোল ভীষণ প্রয়োজন ছিল মায়ামির। মেসি তাই প্রয়োজনে নিচে নেমে বলের জোগান দিচ্ছিলেন। তাঁর বাড়ানো তেমনি একটি বল লুই সুয়ারেস ঠেলেন গোমেসকে। প্যারাগুইয়ান তারকা সুযোগ নষ্ট করেননি।

ধোনি-কোহলির ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ২০২৪ আইপিএল

আপনজন ডেস্ক: আগামী ২২ মার্চ শুরু হচ্ছে আইপিএলের এবারের মৌসুম। চেন্নাইয়ের এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সাধারণত আইপিএলের প্রথম ম্যাচে সর্বশেষ আসরের ফাইনাল খেলা দুই দল মুখোমুখি হলেও এবার ব্যতিক্রম হচ্ছে। গতবার গুজরাট টাইটানসকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল চেন্নাই। আজ ঘোষণা করা হয়েছে ২০২৪ আইপিএলের আংশিক সূচি।
এমনিতে এবারের আইপিএল চলার কথা ২৬ মে পর্যন্ত। সে ক্ষেত্রে আইপিএলের ফাইনালের পাঁচ দিন পরই শুরু হবে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
মূলত ভারতে জাতীয় নির্বাচনের কারণে আইপিএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করা হয়নি। এ বছরের এপ্রিল-মে মাসে হওয়ার কথা নির্বাচন। নির্বাচন কমিশন সেটির দিন-তারিখ ঘোষণা করলে আইপিএলের পরের ধাপের সূচি ঘোষণা হতে পারে।
প্রথম ধাপে ‘ডাবল-হেডার’ বা এক দিনে দুটি করে ম্যাচ আছে চার দিন। ২৩ মার্চ ঘরের মাঠে পাঞ্জাব কিংস খেলবে দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে, এরপর ইডেন গার্ডেনসে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে আতিথেয়তা দেবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। পরদিন রাজস্থান রয়্যালস খেলবে তাদের প্রথম ম্যাচ, জয়পুরে তাদের প্রতিপক্ষ লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস। সেদিন সন্ধ্যায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ঘরের মাঠ আহমেদাবাদে আইপিএল শুরু করবে গত বারের রানার্সআপ গুজরাট।
৭ এপ্রিল পর্যন্ত ঘোষিত সূচিতে শুধু দিল্লিরই ঘরের মাঠে কোনো ম্যাচ নেই। ফিরোজ শাহ কোটলায় মেয়েদের আইপিএলের ফাইনালসহ ১১টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বলে এ সময়ের মধ্যে সেটি প্রস্তুত হতে পারবে না—জানিয়েছে ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো। দিল্লি এ সময় তাদের ঘরের দুটি ম্যাচ খেলবে বিশাখাপট্টনমে।
এ সময়ে সর্বোচ্চ পাঁচটি করে ম্যাচ খেলবে দিল্লি, গুজরাট ও বেঙ্গালুরু। কলকাতা খেলবে তিনটি ম্যাচ। বাকি সব দলের ম্যাচ চারটি করে। মোহালির পুরোনো মাঠ ছেড়ে এবার নতুন মাঠে যাচ্ছে পাঞ্জাব কিংস, তাদের খেলার কথা আছে চণ্ডীগড়ের নতুন ভেন্যুতে।
আইপিএলের প্রথম ম্যাচ দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেটে ফিরবেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। গতবার ফাইনালে শিরোপা জেতার পর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করান তিনি, এর পর থেকে মাঠের বাইরে। গতবার তাঁর অবসরের জোরালো গুঞ্জন থাকলেও ফেরার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন আগামী জুলাইয়ে ৪৩ পূর্ণ করতে চলা ধোনি।
আইপিএল দিয়ে ফিরবেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়াও। গত দুই মৌসুমে গুজরাটকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর এবার অধিনায়ক হিসেবে পুরোনো দল মুম্বাইয়ে ফিরেছেন তিনি। ভারতে হয়ে যাওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে পাওয়া ম্যাচের পর থেকে মাঠের বাইরে আছেন পান্ডিয়া।

‘শান্ত ও বাস্তববাদী’ সরফরাজকে নিয়ে গর্বিত ডি ভিলিয়ার্স

আপনজন ডেস্ক: দারুণ সময় কাটছে সরফরাজ খানের। অভিষেক টেস্টে জোড়া ফিফটির পর বর্তমান থেকে সাবেক ক্রিকেটাররা তাঁকে প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি এবি ডি ভিলিয়ার্সও প্রশংসায় ভাসিয়েছেন সরফরাজকে। একসময় সরফরাজ ডি ভিলিয়ার্সের সতীর্থও ছিলেন। একসঙ্গে খেলেছেন আইপিএলের দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে। সরফরাজের ব্যাপারে ধারণা তাই আগে থেকেই ছিল ডি ভিলিয়ার্সের। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ডি ভিলিয়ার্স রাজকোট টেস্টে সরফরাজের অভিষেকের সময় তাঁর বাবার হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য নিয়েও কথা বলেছেন।
২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৮—এই তিন মৌসুম আইপিএলে বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলেছেন সরফরাজ। প্রথম মৌসুমে ভালোই পারফর্ম করেছিলেন। ৮ ইনিংসে ২৭.৭৫ গড় ও ১৫৬.৩৮ স্ট্রাইক রেটে ১১১ রান করেন। পরের মৌসুমে মোস্তাফিজুর রহমানের সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে একটি ম্যাচে ১০ বলে অপরাজিত ৩৫ রানের ইনিংসও খেলেছিলেন সরফরাজ। সেই ইনিংসের পথে মোস্তাফিজের ৪ বলে রান করেছিলেন ১২।
সংখ্যাটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ, সেই আসরে মোস্তাফিজের বলে বিরাট কোহলি, ক্রিস গেইল, ডি ভিলিয়ার্স, মহেন্দ্র সিং ধোনি—সবাই সমীহ করে খেলেছেন। ওই ম্যাচেই ৪ ওভারে ২৬ রান দিয়ে মোস্তাফিজ আউট করেছিলেন ডি ভিলিয়ার্স ও শেন ওয়াটসনকে।
২০১৮ সালে সরফরাজ খেলেছিলেন ৭ ম্যাচ, রান করেছিলেন মোট ৫১। স্ট্রাইক রেটটাও খুব বেশি ভালো ছিল না—১২৪.৩৯।
সরফরাজের সঙ্গে খেলার স্মৃতি টেনে ডি ভিলিয়ার্স বলেছেন, ‘আমি এই ছেলেটার সঙ্গে আগেও খেলেছি। ও খুবই শান্ত, বিচক্ষণ ও বাস্তববাদী ছেলে। ওকে নিয়ে আমি গর্বিত।’ চলতি ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে রাজকোটে তৃতীয় টেস্টে সরফরাজের হাতে অভিষেক টেস্টের টুপি দেখে তাঁর বাবা নওশাদ খান আবেগ সামলাতে পারেননি। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছেন। ছেলের দেশের হয়ে অভিষেকের টুপিতে চুমুও খেয়েছেন। বাবা-ছেলের এমন দৃশ্য হৃদয় ছুঁয়ে গেছে অনেকেরই।
এরপর প্রথম ইনিংসে পঞ্চাশ রানে পৌঁছানোর পর গ্যালারি থেকে ছেলেকে উড়ন্ত চুমু দিয়েছেন নওশাদ। এ নিয়ে ডি ভিলিয়ার্স বলেছেন, ‘সরফরাজ ৫০ রানে পৌঁছানোর পর ওর বাবা উড়ন্ত চুমু দিচ্ছিল, বিষয়টা দারুণ ছিল। আমার জন্য হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য।’
রাঁচিতে আগামীকাল সিরিজের চতুর্থ টেস্ট খেলতে নামবে ইংল্যান্ড ও ভারত। এ ম্যাচে সরফরাজের খেলার সম্ভাবনাই বেশি। পাঁচ ম্যাচের এই সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত।

অবসরের তিন বছর পর জার্মানি জাতীয় দলে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন টনি ক্রুস। ৩৪ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার জানিয়েছেন, জার্মানি কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান তাঁকে দলে ফিরতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নবগ্রামে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ উদ্যোগ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল নবগ্রামে।
জানা যায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও সাধারণ মানুষের মতো তাদেরও জীবন যাপন আছে, তাঁরাও কোন দিক থেকে পিছিয়ে নেই ,সেই বার্তা দেওয়ার জন্যই আগামী মার্চ মাসের তিন তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মেলনী মুর্শিদাবাদ কমিটির উদ্যোগে জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বহরমপুরে। বৃহস্পতিবার তারই অংশ হিসেবে নবগ্রাম ব্লকের ভোলাডাঙ্গা ফুটবল মাঠে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল এই দিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণ করেন নবগ্রামের বিভিন্ন প্রান্তের ৪৭ জন প্রতিবন্ধীরা। তাদের পুরস্কৃত করা হয়। এদিন অন্ধ ব্যক্তিদের দৌড়, বিস্কুট প্রতিযোগিতা, হামাগুড়ি সহ ১০ টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে প্রতিবন্ধী প্রতিযোগিরা। এদিন যারা প্রথম হবে তাঁরা আগামী দিনে জেলা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে বলে জানা যায়।
এদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ইন্দ্রনীল মাহন্ত। তিনি বলেন - এটা খুবই ভালো উদ্যোগ।
প্রতিবন্ধীরাও এই পৃথিবীর সন্তান, তারাও কোন অংশে কম নয়, এই বার্তা পৌঁছে যাক প্রতিটি কোণে। এদিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আনন্দিত প্রতিবন্ধী প্রতিযোগীরা।
তারা বলেন আমাদের খুবই ভালো লাগছে এমন খেলায় অংশগ্রহণ করতে পেরে।

মোহাম্মদ শামির আইপিএল খেলা হচ্ছে না

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়েই মাঠে ফিরতে চেয়েছিলেন। অ্যাঙ্কেলের চোটে সেটা পারেননি। সেই চোটের কারণে এবারের আইপিএলেও দেখা যাবে না এই পেসারকে। ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের বরাত দিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে এই খবর। অ্যাঙ্কেলের চোটের কারণে অস্ত্রোপচার করাতে হবে শামিকে।
দ্রুতই অস্ত্রোপচার করাতে যুক্তরাজ্যে যাবেন এই পেসার। শামির না থাকা গুজরাটের জন্য বড় ধাক্কা হতে যাচ্ছে। আইপিএলে গত মৌসুমে ২৮ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন শামি।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা পিটিআইকে বলেছেন, ‘অ্যাঙ্কেলে বিশেষ একটি ইনজেকশন নিতে গত সপ্তাহের শেষের দিকে শামি লন্ডনে ছিল। তাকে বলা হয়েছিল, তিন সপ্তাহ পর ও হালকা দৌড়াতে পারবে এবং সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু ইনজেকশন কাজ করেনি। তাই একমাত্র বিকল্প হচ্ছে অস্ত্রোপচার। অস্ত্রোপচারের জন্য সে আবারও যুক্তরাজ্য যাবে। শামির জন্য আইপিএল খেলা অসম্ভব ব্যাপার।’
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানাচ্ছে, অক্টোবর-নভেম্বরের আগে শামির মাঠে ফেরার সম্ভাবনা কম; যার অর্থ আগামী জুনের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও শামিকে পাচ্ছে না ভারত।
গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপে ৭ ইনিংসে ২৪ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন শামি। এই উইকেটগুলো তিনি পেয়েছেন মাত্র ১০.৭০ গড়ে, ইকোনমিও দারুণ—৫.২৬! অথচ বিশ্বকাপের প্রথম ৪ ম্যাচে খেলেননি শামি। মূলত বিশ্বকাপের এমন পারফরম্যান্সই তাঁর ক্যারিয়ারে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। গত বছর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য তিনি গত জানুয়ারিতে জিতেছেন ভারত সরকারের অর্জুন অ্যাওয়ার্ড।

ম্যাচের আগে আলোচনায় রাঁচির পিচ

আপনজন ডেস্ক: রাঁচিতে জিতে সিরিজ জয়ের লক্ষ্য ভারতের। ২-১-এ পিছিয়ে থাকা ইংল্যান্ডের লড়াই সিরিজ বাঁচানোর। তবে রাঁচির এই ম্যাচে ক্রীড়নক হতে যাচ্ছে হয়তো এর উইকেট। আগামীকাল ম্যাচ শুরুর আগে আজ দিনভর সেই পিচ নিয়েই আলোচনা-গবেষণা।
ভারতের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর বলেছেন, ‘চিরকালীন ভারতীয় পিচ এটা। প্রচুর ফাটল। এই পিচগুলোতে ফাটল থাকবেই। বল টার্ন করবে। তবে কখন থেকে বা কতটা, সেটা বলা যায় না।’
ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস কিন্তু পিচ দেখে পুরোই বিস্মিত, ‘এমন পিচ আমি কখনো দেখিনি। জানি না কী হতে যাচ্ছে।’ রাঁচির এই উইকেটে দেখা গেছে একটা দিকে বড় বড় ফাটল, তবে অন্য দিকটা তুলনামূলক সমতল। পিচ নিয়ে ব্রিটিশ মিডিয়াতেই ওই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন স্টোকস। তবে আজ বলেছেন, ‘যেমনই হোক, আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। হতে পারে এটা প্যানকেকের মতো সমান, আমাদের সেভাবেই খেলতে হবে। আর তা যদি অন্য রকমও হয় আমাদের তাতে মানিয়ে নিতে হবে। আগেভাগে খুব বেশি ধারণা করে মাঠে নামতে চাই না।
ইংল্যান্ড হায়দরাবাদের টার্নিং উইকেটে প্রথম টেস্ট জয়ের পর দুটি ম্যাচই হেরে যায়। চতুর্থ টেস্টে ফাস্ট বোলার ওলি রবিনসনকে তারা দলে ডেকেছে। গত বছর অ্যাশেজে সর্বশেষ খেলেছেন রবিনসন। মার্ক উডের জায়গায় এসেছেন তিনি। একাদশে রেহান আহমেদের জায়গায় স্পিনার শোয়েব বশিরকেও দেখা যাবে।

রেহান ও উডকে বাদ দিয়ে রাঁচি টেস্টে ইংল্যান্ডের দল ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: রাঁচি টেস্টের জন্য দল ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড। দল থেকে বাদ পড়েছেন স্পিনার রেহান আহমেদ ও পেসার মার্ক উড। সিরিজের প্রথমবারের মতো দলে সুযোগ পেয়েছেন ওলি রবিনসন। নতুন বলে এই পেসার জুটি বাঁধবেন জেমস অ্যান্ডারসনের সঙ্গে।
সিরিজে দ্বিতীয় টেস্টে অভিষিক্ত শোয়েব বশির দলে ফিরেছেন। অর্থাৎ ভারতের বিপক্ষে রাঁচিতে দুই পেসার ও দুই স্পিনার নিয়ে মাঠে নামবে ইংল্যান্ড। এর পাশাপাশি বোলার বেন স্টোকসকেও রাঁচি টেস্টে দেখা যেতে পারে। আগের তিনটি টেস্টে বোলিং করেননি এই অলরাউন্ডার। আর স্পিনার হিসেবে ‘খণ্ডকালীন’ কাজ চালাতে জো রুট তো আছেনই।
ভারত সফরে প্রথম ৩ টেস্টের দলে জায়গা পাননি রবিনসন। ভারতের বিপক্ষে রবিনসনের পারফরম্যান্স দুর্দান্ত। ২০২১ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতের বিপক্ষে ৫ ম্যাচ সিরিজে প্রথম ৪ ম্যাচ খেলে ২১ উইকেট নিয়েছিলেন রবিনসন। এর মধ্যে ১৫ জনই ছিলেন বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান।
রবিনসন এর আগেও ভারত সফর করেছেন। ২০২১ সালে ভারত সফরে ইংল্যান্ড স্কোয়াডে রিজার্ভ সদস্য ছিলেন তিনি। কোভিডের কারণে কোনো খেলোয়াড় ছিটকে যেতে পারে, এ শঙ্কা থেকেই তাঁকে নেওয়া হয়েছিল। সেবার খেলতে পারেননি। তাই এ সফর শুরু হওয়ার আগে ভারতে টেস্ট খেলতে উন্মুখ হয়ে থাকার কথা জানিয়েছিলেন রবিনসন। সেই অপেক্ষা একটু দেরিতে হলেও ফুরোচ্ছে তাঁর।
গত বছর জুলাইয়ে অ্যাশেজে তৃতীয় টেস্টে চোটের কারণে ছিটকে পড়ার পর এটাই হতে যাচ্ছে রবিনসনের প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ। সব মিলিয়ে ইংল্যান্ডের হয়ে ২০২১ সালের জুনে অভিষেকের পর ১৯ টেস্টে ৭৬ উইকেট নিয়েছেন রবিনসন। রেহান চলতি সিরিজে ৩ ম্যাচে উইকেট নিয়েছেন ১১টি, যা দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। রাজকোট টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেট নিতে ২৫ ওভারে তিনি খরচ করেছিলেন ১০৮ রান। সম্ভবত এ কারণেই রাঁচি টেস্টে তাঁর জায়গায় একাদশে স্পিনার বশিরকে বিবেচনা করা হয়েছে।
বিশাখাপট্টনমে অভিষেক টেস্ট ৪ উইকেট নিয়েছিলেন বশির।
ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল: জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, ওলি পোপ, জো রুট, জনি বেয়ারস্টো, বেন স্টোকস, বেন ফোকস, শোয়েব বশির, টম হার্টলি, জেমস অ্যান্ডারসন, ওলি রবিনসন।

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে কুরআন খতম

আপনজন: ঐতিহ্যবাঐী মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ১৩৩তম প্রতিষ্টা দিবস উপলক্ষে মহামেডান ক্লাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পাঠ করা হয়। সেই সঙ্গে মহামেডান ক্লাবের উন্নতিতে বিশেষ দোয়া করা হয়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**